অহিংসা

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

মূল্য ১৲ মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি-এল্।
মল্লিকপুর, হিন্দু লাইব্রেরী
যশোহর।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৮৭।২৭

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের

চরণকমলে—

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন।

ভনিতা

বেঁচে-থাকবার জন্য মানুষের সঙ্গে উদ্ভিদ-জীবনের একটা প্রতিযোগিতা আছে। যেখানে উদ্ভিদ হেরে যায়, মানুষ সেখানে ইট্-পাথরের গাঁথুনি দিয়ে বিজয়-নিশান উড়িয়ে থাকে—যেমন কলিকাতার সহর। আবার মানুষ যেখানে হেরে যায়, সেখানে উদ্ভিদ তা'র আধিপত্য বিস্তার ক'রে বসে—যেমন জেলা যশোহর। আমি যশোহরে থেকে, একটী নির্জ্জন-পল্লীর উদ্ভিদ-গুলির সঙ্গে আমার চিন্তাধারার আদান-প্রদানের একটু সুযোগ পেয়েছি। উদ্ভিদ বলে—'অতীতকালে ঋষি-জীবনের আশ্রমবাসের সঙ্গে তা'দের জীবনের একটা ঐক্যতান ছিল—পরস্পরের প্রীতির বন্ধন, বেঁচে-থাক্‌বার স্বার্থ-সংঘর্ষের মধ্যেও একটা সন্ধি-স্থাপন ক'রে, সৃষ্টির আনন্দ-রসে উভয়কেই বাঁচিয়ে রাখত।'

মানুষ আজ ভোগ-লালসায় উন্মত্ত। সহরের ভোগ-বিলাসের মাদকতায় অন্যমনস্কভাবে সে সেই সন্ধি-পত্রখানা টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছে। তখন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে পাদপ-সমাজের এক শ্রেণীর মধ্যে একটু চঞ্চলতা বা বিদ্রোহ প্রচারিত হয়—ফলে, অন্তর্বিপ্লব ও শান্তি-ভঙ্গ ঘটে। আমার এই দৃশ্য-কাব্য সেই অন্তর্বিপ্লবের একটি ক্ষুদ্র

চিত্র মাত্র। 'কচুরী-পানা' তা'রি একটু লেজের আগুন—যা' এখনো নেবেনি।

আমার বাড়ির পেছনে একটি বন্ধ্যাগাছ আছে। এই কাব্যের উপাখ্যান-ভাগ আমি তার কাছেই শুনেছি। অতএব সে বিষয়ে আমার নিজের কোনও দায়িত্ব নেই। আমার দায়িত্ব—কাব্যে ও অভিনয়ে। কিন্তু—"কবি জন্মে—তৈরী হয় না"—সুতরাং কাব্যাংশের কৃতিত্বের দাবীও দৈবাধীন। আমি শুধু অভিনয়ের দিকেই দৃষ্টি রেখেছি—জানিনা, সে উদ্দেশ্যে কৃতকার্য্য হতে পেরেছি কিনা।

বাসন্তী-পঞ্চমী,
মল্লিকপুর।
১৩৩৩।

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

অহিংসা

অভিনয়ে পাদপগণ—

সুন্দর··· হিংসা-বুদ্ধিতে ও মানব-বিদ্বেষে উন্মত্ত।

শাল ·· প্রথমে সুন্দরকে মানব-বিদ্বেষে উদ্বুদ্ধ করিলেন, কিন্তু পরে অনুতপ্ত ও নিহত।

তাল ·· সুন্দরের আজ্ঞানুবর্ত্তী।

দেবদারু··· আচার্য্য, অহিংসার উপাসক ও প্রচারক। দৈবশক্তিসম্পন্ন।

হিজল··· বন্যার স্বামী—অপমানিত হইয়া প্রতিহিংসা-বুদ্ধিতে সুন্দরের পক্ষপাতী।

আশু··· হৈমন্তীর স্বামী—দেবদারুর ভক্ত-শিষ্য।

বট··· পাকুড়ের স্বামী, স্ত্রৈণ, স্বার্থপর।

তিন্তিড়ী··· উদ্দেশ্যহীন-রসিকতাপ্রিয়।

নারিকেল···অহিংস ব্রাহ্মণ।

মান্দার··· কচার পাণিপ্রার্থী, প্রেমিক।

হৈমন্তী··· আশুপত্নী ও ধান্যের জননী। অহিংসা-গর্ব্বে তেজস্বিনী।

বন্যা··· হিজলের স্ত্রী, মতানৈক্যে বিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ।

কচা··· সরলা বালিকা, মান্দার-অনুরাগিণী।

পাঁকুড়··· বটের স্ত্রী। হীনবুদ্ধি। স্বামী-ভক্তি-পরায়ণা।

কচুরী··· সুন্দরের হিংসা-ঔরসে ও হৈমন্তীর অহিংসা-গর্ভে জারজ-সন্তান।

ধান্যশিশুগণ, চ্যুতবালাগণ, বসন্ত, চামেলী,
ও ফুলবালাগণ।

অহিংসা

প্রথম অঙ্ক

(১ম দৃশ্য)

আসাম

শাল ও তাল

শাল… অসহ্য এ অত্যাচার

সখা !

নির্ম্মম, নির্দয়, মানুষ।

স্বার্থের কুঠারে

ছেদন করিছে, যত—

হৃদয়ের বৃত্তি-সুকুমার।

লুব্ধ আঁখি—

শুধু ভোগ খোঁজে !

বিলাস-ব্যসনে

জীবনের,

অতি বড় প্রয়োজন-জ্ঞান।

সাধ যেন—
লেলিহান সহস্র-জিহ্বায়
চেটে খায়
প্রকৃতির বুক থেকে
রসটুকু সব,
একদিনে।
অতি লোভী
স্তন্য-পায়ী শিশু
মাতৃবক্ষে সুধারস
বিন্দু-আস্বাদনে,
করে যদি জহ্নু সম
সিন্ধু-আকর্ষণ!
পরিণাম তার—সখা?

তাল… ঝলকে ঝলকে ওঠে
শোণিতের ধারা,
মরে শিশু—রক্ত পায়ি'
মারিয়া—প্রসূতি!
শোচনীয় পরিণাম।

(দেবদারুর প্রবেশ)

উভয়ে… আসুন, আচার্য্য!

দেবদারু… কি কারণে ডাকিয়াছ
বৎস ?

শাল… পরিণাম কিবা
—হে আচার্য্য !
মানুষের ভোগ-লিপ্সা
প্রকৃতির বুকে—
ধীরে ধীরে আনিতেছে
অবসাদ। স্তন-বাহি'
ঝরিছে রুধির !
পীড়িতা প্রকৃতি।

দেবদারু… তোমরাই দায়ী—
নির্ব্বুদ্ধি-পাদপ !
জানি আমি,
মানুষের জীবনের গতি
নাহি আর সহজ, সরল,
যুগধর্ম্মে।
আদর্শ-বিচ্যুত তারা।
প্রকৃতির উপাসনা
চাহে উপভোগে।
পুত্র চাহে দায়িত্ব পিতার !

অহিংসা

স্তন্যে তার প্রয়োজন
রহে ততদিন
যতদিন শিশু স্তন্য-পায়ী।
কিন্তু, হে পাদপ-শ্রেষ্ঠ!
যৌবনের মদ-গন্ধে
প্রমত্ত মানব।
স্তন সেথা—
মদনের যজ্ঞ-বেদী!
স্তন্যে তার প্রয়োজন কোথা?
মানুষের বর্ত্তমান
যৌবন-লালসা-লিপ্ত!
জানিতে চাহেনা তারা
কুসুম-কোরকে ঢাকা
মধু-গন্ধটুকু—
নিঃশেষে লুটিলে,
ফলের অমৃত-রসে
পড়িবে নাজাই!

শাল··· বুঝিলাম।
কিন্তু, হে আচার্য্য!
মোরা দায়ী কিসে?

দেবদারু··· বুদ্ধিমান তুমি,
কেন নাহি বুঝ—
সে ইঙ্গিত ?
প্রকৃতির ভোগের সম্ভার
থরে থরে সাজাইয়া
কে ধরিছে—
মানব-অধরে ?
ধরণীর বস্ত্রাঞ্চল হ'তে
গুপ্ত-মধু-রস
নিঙাড়ি, নিঙাড়ি,
পত্রে-পুষ্পে-ফলে
ঢেলে দেয় শতধারে
কেবা সেই রসের বেপারী ?
কে তোলে বাঙায়ে—
শিশুর সরল-চিত্তে
যৌবনের নব-রাগ ?
লোভীর সমান দায়ী
লোভের জোগানী।

শাল··· আচ্ছা, তাই যদি হয়—
প্রতীকার কিবা ?

অহিংসা

দেবদারু··· প্রতীকার আত্মশুদ্ধি।
আত্ম-দৃষ্টি, আত্ম-অনুভূতি,
সৃষ্টি মাঝে বৈশিষ্ট্য তোমার।
তুমি কেন আত্মহারা,
অন্ধ অনুপায় ?
অন্ধকারে যেন আত্মঘাতী !
সহিষ্ণুতা,
পাদপের পরম সম্পদ।
চঞ্চলতা, কর পরিহার।
ভেবে দেখ,
ফুল ফোটে—
গন্ধ তার বাতাসে বিলায়
প্রতি নাসাপুটে।
সূর্য্য-রশ্মি সনে
গুপ্ত-প্রেমে মজি' ফুলরাণী,
প্রসাধন সাধি' নানা রংয়ে
রূপ খোলে—
লীলায়িত, লালসা-লোলুপ।
তারপর,
ফলে ফলে রসের সঞ্চার।

প্রলুব্ধ-যৌবন
সিঞ্চন করিতে চাহে
প্রবৃত্তির গোঁড়ে সেই রস।
ভাল ক'রে ভাব দেখি—
রূপ-রস-গন্ধের আঙ্‌লে
তোমরা পাদপ!
বাজাইবে যেমন রাগিণী
বাজিবে তেমন।
অতএব,
প্রতীকার তোমাদেরি হাতে।
যৌবন—প্রমত্ত হস্তী—
মাহুত তোমরা।

তাল··· কি আশ্চর্য্য কথা!
ব্যাধিগ্রস্ত মনুষ্য-সমাজ,
চিকিৎসার যোগ্য হবে
নিরীহ পাদপ?
রূপ-রস-গন্ধ—অমাদের।
তাহাদেরি অধিকারে?
কেন?
কি কারণে সহি?

অহিংসা

অত্যাচার এত—
নির্ব্বাক—নিষ্পন্দ !
অত্যাচার !
ঘোর অত্যাচার !
প্রতীকার তার,
প্রতিধ্বনি দিতে হবে
দ্বিগুণিত ঘোর অত্যাচারে।

শাল… শুনুন আচার্য্য !
জানি মোরা
আপনার অভিমত
পূর্ব্ব হ'তে।
সহিষ্ণুতা বহু সহিয়াছি।
নির্ম্মম, নিষ্ঠুর,
শত কুঠার-আঘাতে
ছিন্ন-প্রায় মূল যবে,
তখনো, আচার্য্য !
ছায়াদান করিয়াছি
নৃশংস জল্লাদে।
কিন্তু সে পাষাণ-প্রাণ
কুলীশ-কঠোর !

কঠিনতা দিয়ে গড়া
তীক্ষ্ণধার কুঠারের চেয়ে।
সহ্য? সহ্য?
আর কত সহ্য চাও?
হে বৃদ্ধ তাপস!
দেখিয়াছি—
হেলে দুলে মলয়-হিল্লোলে
গর্ভবতী শাখা এক
মুকুলের ভারে,
পড়েছে নোয়ায়ে;
নিষ্ঠুর মানব-শিশু
নির্ম্মূল করিছে
সেই মুকুলের রাশি,
অকারণে, খেলা-ছলে।
দেখেছি নির্জ্জনে—
পুষ্পিতা ব্রততী এক
অতি সঙ্গোপনে
সারা অঙ্গে রোমাঞ্চ তুলিয়া,
প্রাণেশের কণ্ঠ-লগ্ন।
আহা কি নিবিড়!

অহিংসা

সেই গাঢ় আলিঙ্গন,
কি পবিত্র ছবিখানি
অরণ্যের কোলে !
নির্দয় মানব,
কোথা হতে এসে
আবর্জ্জনা-পরিস্কার-ছলে
ছিঁড়ে দেছে
মূল-দেশ তার।
ঢলিয়া পড়েছে লতা
প্রাণহীন দেহে।
শুষ্ক তার স্মৃতির পরশ
আজিও তুলিছে
আর্ত্ত হাহাকারধ্বনি
বিরহ-বিধুর সেই
বনানীর বুকে !
হাহাকার,
শুধু হাহাকার,
মানুষের অত্যাচারে
উদ্ভিদ-জগতে—
মর্ম্ম-ভেদী হাহাকার শুধু।

দেবদারু··· বুঝিয়াছি।
বল কিবা প্রতীকার
তোমাদের মতে ?

তাল··· ধ্বংস, ধ্বংস,
ধ্বংস-নীতি চালাব আমরা।
তাতে যদি আত্মঘাতী হ'য়ে
ধ্বংস হয় উদ্ভিদ-জগত
সেও ভাল।
তথাপি জগতে—
পাদপ ও মানব
দু'জনের স্থান নাহি হবে।

দেবদারু··· শুন মোর ভবিষ্যদ্বাণী।
হিংসা-পথে
পাদপের ধ্বংস
সুনিশ্চিত।
চেন না মানবে,
রক্তে মাংসে সুগঠিত
সুকোমল দেহ,
প্রয়োজন হ'লে
লৌহ-বর্ম্মে হইবে আবৃত।

হিংস্র সে কতখানি
বুঝিবে তখন—
নখে ছিঁড়ে লতাগুল্ম
ফেলিবে চৌদিকে
যবে ধরি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর !
আসি তবে ?
জগদীশ !
পাদপের ক্ষমাগুণে
ক'রনা বঞ্চিত,
শক্তি দাও—সহ্য করিবার
চাহি' ঊর্দ্ধ-মুখে।

(প্রস্থানোদ্যত)

(তাল ও শাল পরামর্শ করিলেন)

শাল··· আচার্য্য ! আচার্য্য !
দেবদারু··· (ফিরিয়া) কি ?
শাল··· একটা কথা।
মানবের ধ্বংস-যজ্ঞে
আপনার সহায়তা ?
দেবদারু··· ধ্বংস-যজ্ঞে ?
অসম্ভব।

সে প্রচেষ্টা—
পাদপের কল্যাণ-বিরোধী,
হিংসা-দুষ্ট, অধর্ম্ম আমার।

(প্রস্থান)

শাল··· চল সখা। দক্ষিণে,
সমুদ্র-কূলে সুন্দরের বাস।
অখণ্ড প্রতাপ তার।
তার সঙ্গে পরামর্শ
অতি আবশ্যক।
দেখনি সুন্দরে?
দৃষ্টি তার অতি তীক্ষ্ণ,
অতি সুচতুর।
কূট রাজনীতি, আর,
দুর্জ্জয় সাহস—
এখনো রেখেছে তারে
স্বাধীন, সবল। চল সখা।

প্রথম অঙ্ক

(২য় দৃশ্য)

(মল্লিকপুর)

বন্যা গাহিতেছিল—

আমার এ মুক-মুখে
কথা দাও—কথা দাও !
প্রাণে দেছ অনুভূতি
প্রকাশের বেদনাও ।
ভাষাহীন ভাব রাশি
বুকে চেপে কাঁদি-হাসি,
কাণ পেতে শুনি, কে গো—
গান গেয়ে চলে যাও ?
ভাবুকতা-নীরবতা,
ব্যাকুলতা সহিয়াও—
বাতাসে ভাষিয়া সুরে
ভাব নাহি যাবে দূরে—
আকাশের গভীরতা
ভেবে কি, তা খুঁজে পাও ?

হিজল··· বন্যা! বন্যা!
গাহিছ সঙ্গীত?

বন্যা··· কেমনে সম্ভব, সখা!
ভাষাহীন আমি।

হিজল··· ভাষা আছে
নীরবতা মাঝে।
ওকি? হাসো কেন?
বন্যে মানময়ী!
ঐ ছোট হাসিটী তোমার
কতখানি মুখরতা-ভরা
মোর কাণে!
এক ফোঁটা নীরব হাসিতে
যত ভাষা থাকে—
মানুষের সাধ্য নাই
কণ্ঠে তত,
সুর খুঁজে পায়!

বন্যা··· হাসাওনা আর।

হিজল··· তবে গান গাও।

বন্যা··· না।
গাহিব না গান।

অহিংসা

যে গানের ভাষা কভু
পশিবে না মানুষের কাণে
কিবা ফল সেই গান গেয়ে ?
জান না কি ? সখা !
কত ভালবাসি আমি
মানুষের সাথে, ভাব-বিনিময় ?
হিজল··· মুক ভাল,
বধিরের চেয়ে। বন্ধে !
মানুষের বধিরতা
কত বড় !
ভেবেছ কি একবার ?
প্রাণের গোপন-দ্বারে
প্রবেশের পথ—
চিররুদ্ধ, ভাষার সুমুখে।
—খোলে শুধু
ভাব যবে করে করাঘাত।
ভাষারে বাড়ায়ে তুলি'
ভাবে খর্ব্ব হওয়া,
মানুষের—
মূর্খতার পরিচয়।

বন্যা··· ভাষারে ভুলিয়া
শুধু ভাবে ডুবে-থাকা,
পাদপের—
পণ্ডিতের কাজ, নয় ?

হিজল··· প্রাণহীন দেহ নিয়ে
বেঁচে থাকা, ভুল।
ভাবহীন ভাষা, সে তো,
আবর্জ্জনা রসনার !
নীরব নীথর, এই
বন-প্রান্তে শুধু—
প্রাণের স্পন্দন !
ভাবের ফোয়ারা ঢালে
শ্যাম-শোভা ধরণীর গায়।

বন্যা··· স্বচ্ছ সরোবরে—
রূপসী ললনা যদি,
পারে মুগ্ধ হ'তে
চোখে চোখে প্রতিবিম্বে
রূপে আপনার,
অসম্ভব নহে,
সখা !

পাদপের ভাবের সমাধি
—করিয়াছে তোমারে আমারে
নির্ব্বাক, নিশ্চল !
তার চেয়ে কোথা পাবে
স্বান্তনার কথা—মুক যেবা ?

হিজল··· বধির মানব !
শোনে কি কখনো, কোথা,
কোন্ সুরে বাজিছে রাগিণী
প্রকৃতির শ্যামায়িত ভাবের হিল্লোলে ?
ভাষার অভাবে যদি
বৃথা এই পাদপের প্রাণের স্পন্দন—
প্রাণহীন মানবের ভাবের অভাবে,
ভাষার প্রাচুর্য্য আরও বিরাট নিষ্ফল !

বন্ধ্যা··· ফুলে গন্ধ, ফলে মধুরস,
কা'র তরে করে সমাবেশ
সখা ! রসাল বিটপী ?
কা'র রসনার তারে তারে
বাঁধি, নিজ জীবনের প্রয়োজন টুকু—
নিভৃতে রসিয়া ওঠে আমের মুকুল ?
আমি বন্ধ্যা, চিরভাগ্যহীনা !

এতটুকু প্রয়োজন সাধিনা জীবনে
মানবের।

হিজল… থাক্ থাক্—বন্যে সুকুমারী!
এত যে মানবপ্রীতি হৃদয়ে তোমার
তথাপি মানুষ—

বন্যা… মিছে কেন দুঃখ দাও
সে কথা শুনায়ে?
সে কারণ তুমি!
তোমারি সঙ্গিনী, তাই,
পাত্রী আমি, মানুষের—
ঘৃণা-উপেক্ষার।
তব সঙ্গদোষে অঙ্গে ধরি—
গন্ধহীন কুসুমের ঘ্রাণ।
ফলের কলঙ্কে,
ফল—একান্ত নিষ্ফল!

হিজল… ধিক্ তোরে মুখরা শাখিনী!
অহঙ্কার—
পতনের অগ্রদূত,
কে?

(তিন্তিড়ীর প্রবেশ)

তিন্তিড়ী, এস সখা।

তিন্তিড়ী··· কেন কর এত 'লঘু-ক্রিয়া'
নিশি দিন ?

হিজল··· 'বহ্বারম্ভে'—
ফল যাহা ঋষিবাক্যে
দম্পতি-কলহে,
হয়েছে তা' বহুদিন।
স্বাধীনা-রমণী বন্যা শিক্ষা-অভিমানী,
পদে পদে অপমান করিছে আমারে।
বহু সহিয়াছি—কিন্তু, আর নহে।
আজি হতে বন্যা সনে বিবাহ-বিচ্ছেদ।

তিন্তিড়ী··· আজি তবে, হবে ক্রিয়া
গুরুতর সমারোহে ?
কিন্তু, কি কারণে ?

হিজল··· বন্যার মানব-প্রীতি
অসহ্য আমার।

তিন্তিড়ী··· তোমারও মানব-হিংসা
অসহ্য বন্যার ?

হিজল··· হতে পারে।
অতএব প্রতীকার বিবাহ-বিচ্ছেদ।

বন্যা… কাপুরুষ ! নির্লজ্জ পাদপ !
ভাবিয়াছ মনে—
বন্যা তব ক্রীতদাসী ?
স্বার্থের অঙ্গুলি দিয়ে
তব স্বেচ্ছাচারিতার সিন্দুরের ফোঁটা
যাচিয়া পরিবে, বন্যা,
আভূমি নোয়ায়ে ?
নহে বন্যা নিরাশ্রয়া
লতিকার মত আত্মহারা।
বিবাহের নামে—
পুরুষের দস্যু-বৃত্তি
রমণীর মনের উপরে
অসহ্য ! পদাঘাত,
শত পদাঘাতে ছিঁড়ি
বিবাহ-বন্ধন।

(বেগে প্রস্থান)

তিন্তিড়ী… সখা !
জীবিত কি মৃত তুমি ?
কথা কও।

হিজল… এতখানি অপমান নিয়ে বেঁচে থাকা,
মরণের চেয়ে বেশী।
সখা! সেই দিন কথা কব,
পায়ে ধরি ক্ষমা চাবে
বন্যা যেই দিন।

(প্রস্থান)

তিন্তিড়ী… সখা! সখা!
আমি বন্যা নহি—
তিন্তিড়ী, তিন্তিড়ী।
উঃ রমণীর পদাঘাত!
বেশ আছি। বিবাহ করিনি।
বিবাহের পায়ে নমস্কার।
শুধু হায় হায়—
যেন কত নিরুপায় দুইটী জীবন
অকারণে। ছিঃ।

প্রথম অঙ্ক

(৩য় দৃশ্য)

বরিশাল—পটুয়াখালী

ধান্যশিশুগণ গাহিতেছিল—

নীল আকাশের বাতাস লাগে—
সবুজ প্রাণের অবুঝ মনে।
কেগো তুমি দাঁড়িয়ে হাসো
চুপি চুপি—আকাশ ক'ণে ?

৩ জন ·· তোমার ঐ হাসির আলো
আরো ঢালো
মোদের সবুজ গায়,

৩ জন··· পাতায় পাতায় কাঁপন লাগায়
" পুলক জাগায়—ধানের বনে।

খেয়ালী··· আমি ভাই—
চুপটি ক'রে থাকি,
পাছে সেই—
চাঁদের হাসি কাছে আসি'

লাজ পেয়ে যায়,
আঁচলে মুখ ঢাকি'—

শাকী… জল-হারা ঐ মেঘের আঁচল
করবে খেলা—চাঁদের সনে।

কাজলা… খেলার সেরা লুকোচুরি—
সারা আকাশ বেড়ায় ঘুরি
কেউতো কা'রো দেয়না ধরা
খেলার এমন ঢং—

বোরো… মেঘগুলো সব চালাক ভারি
চাঁদ কি বোকা সং!

শবরী… ধরার চেয়েও সুখ পেয়েছে
ধরা দিয়ে—আপন জনে।

খেয়ালী… চুপ্ চুপ্ চুপ্—

শাকী… কেন?

খেয়ালী… মা বুঝি কাঁদিছে!

শবরী… কৈ, কোথা?

(বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া হৈমন্তীর প্রবেশ)

খেয়ালী… মা, মা,
কাঁদিতেছে কি কারণে?

হৈমন্তী··· তোরাও কাঁদিবি।

শাকী··· আমরা কাঁদিব! কেন?

হাসিছে চাঁদিনী,

ঐ দেখ—

ফুলবালা হাসিয়া আকুল,

সে হাসির সোহাগ-পরশে।

শবরী··· মিছে কথা।

কেন মা কাদিব?

শরতের হাসি দিকে দিকে।

কেঁদে কেঁদে বরষার দিনে

শ্রান্ত-আঁখি জলদের

বারি হারা।

শুভ্র যেন শেফালীর মত

হাসি-ভরা।

কাজ্‌লা··· মাগো!

বরষা তো চলে গেছে

ডুবে-যাওয়া-শঙ্কা

ধুয়ে নিয়ে মন থেকে

আমাদের!

কিসের ক্রন্দন, তবে?

হৈমন্তী গাহিলেন—

হাসির মাঝে লুকিয়ে থাকে
আঁখির জল।
হাসি যেন পাঁপড়ী ফুলের
ঝর্‌বে, বোঁটায় থাক্‌বে শুধু—
কঠিন ফল।
যেমন—
কান্না ফলে হাসির ফুলে
তেমন—
জীবন মরণ ভাঙন্‌-কূলে!
কখন কা'রে—
টান্‌বে নদীর বানে
মার্‌বে ধনে-প্রাণে
কেউ না জানে, কেউ না জানে—
কেন—তবু—
ঢেউ তুলে সে কাঁপিয়ে তোলে
বুকের তল?

(তালের প্রবেশ)

তাল··· ক্রন্দনের নাহি অবকাশ,
যেতে হবে।
অনিচ্ছায়—
ইচ্ছা তব, অধীনা আমার।

শাকী··· কোথা যাবে জননী মোদের ?

তাল··· দূরে, সমুদ্র-সৈকতে—
ডেকেছে সুন্দর রাজা।

হৈমন্তী··· শুন বৃক্ষরাজ !
স্বামী মোর গৃহে নাই
কার্য্যান্তরে—গিয়াছে ভ্রমণে।
পাদ্য-অর্ঘ্য করিয়া গ্রহণ
কর মম আতিথ্য-স্বীকার
দিবা-চতুষ্টয়।

তাল··· অসম্ভব।
উপযুক্ত অবসর, স্বামী তব গৃহে নাই।
অবিলম্বে যাবে কিনা
বল, নতুবা—

খেয়ালী··· নতুবা কি—
জোর ক'রে নিয়ে যাবে ?
হে পাদপ ! মতিচ্ছন্ন তুমি।

শাকী… কোন্ অপরাধে
করিবে সে অত্যাচার ?
শবরী… ক্ষমা কর আমাদের মুখ-চেয়ে।
শিশু মোরা,
বাঁচিব না—মাতৃ-হারা হ'লে।
তাল· বাঞ্ছনীয় মৃত্যু তোমাদের।
তোমরা ইন্ধন,
মানবের হিংসা-হুতাশনে।
প্রজ্জ্বলিত ভোগ-লিপ্সা
দাবাগ্নি-দাহনে,
দহিছে পাদপ কুল।
আসিবে কি সেই দিন ?
দুগ্ধপোষ্য সবুজের দল
মরিবে তোমরা ?
মৃত্যু-চিহ্ন এঁকে দিয়ে—
মানুষের নিষ্প্রভ-ললাটে !
দিগন্ত-বিস্তৃত এই শ্যাম শস্য-ক্ষেতে
গড়িয়া উঠিবে এক অরণ্য
—ভীষণ, ভীতিপ্রদ !
শুন হৈমন্তিকী !

আমি আজ্ঞাবাহী সুন্দর রাজার।
অপরাধ কিবা তব
জানিলেও নাহি জানি।
বিচারের নাহি অধিকার।
জানি মাত্র, অবিলম্বে—
নিয়ে যেতে হবে, তোমা।
অনিচ্ছায় ইচ্ছা তব
অধীনা আমার,
—পূর্ব্বে বলিয়াছি।

হৈমন্তী··· ভ্রান্ত তুমি।
অনিচ্ছায় ইচ্ছা মম,
রহিবে আঁকড়ি প্রাণটুকু
অছেদ্য অবধ্য যাহা, শত অসিঘাতে।
কতটুকু শক্তি আছে,
হে উদ্ধত বীর!
প্রকাশিতে রমণী-সকাশে
বজ্রদেহে তব ?
অবলার মৃদুমন্দ প্রাণের স্পন্দনে
ইচ্ছা যদি বাঁধে বাহুপাশে
শক্তি জাগে অবিনাশী।

অহিংসা

প্রাণহীন দেহ অবলার
মাথা পেতে নিতে পারে
দর্পিত আঘাত, পড়ি পদতলে সবলের।
কিন্তু বীর! ইচ্ছা কোথা মৃত দেহে?
প্রাণহীন দেহ নিয়ে যাও তুমি—
যেথা ইচ্ছা তব।
জীবন্ত অনিচ্ছা মোর
প্রাণের পরশে মূর্ত্তিমতী,
খল খল হাসিবে কৌতুকে
দেখি তব পরাজয়—
হে বীর-কেশরী!
সামান্যা রমণী পায়ে।
কিন্তু, তুমি মাত্র,
আজ্ঞাবাহী সুন্দর রাজার।
পরাজিত করিব না তোমা।
ইচ্ছা করিয়াছি—যেতে স্বইচ্ছায়,
প্রাণ নিয়ে রাজ-দরশনে।

(নারিকেলের প্রবেশ)

নারিকেল···দেহের মমতা বুঝি প্রাণে সহিল না
হৈমন্তী! দেহ-ত্যাগে এত ভয়?

হৈমন্তী··· প্রণমি ব্রাহ্মণ,
বিন্দুমাত্র নাহি ভীতি দেহ-ত্যাগে।
ইচ্ছা মোর নহে বারাঙ্গনা—
ভয়ে লাজে পড়িবে ঢলিয়া
বলদৃপ্ত পুরুষের পায়ে।
স্বেচ্ছায় চলেছি আমি
দেখিতে সুন্দরে।

নারিকেল···দেখিতে সুন্দরে?
কেন? বুঝেছি।

হৈমন্তী··· বুঝোনি ব্রাহ্মণ!
শুনেছি সুন্দর শক্তিধর শ্বাপদ-সঙ্কুল।
সৌন্দর্য্য তাহার
কতটুকু ফুটিয়াছে
হিংসা বৃত্তি করিয়া গ্রহণ,
পরপত্নী শুধু আকর্ষণে
পরিচয় অপর্য্যাপ্ত।
ইচ্ছা করিয়াছি, স্বচক্ষে দেখিতে—
স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য হীন
অবিবেকী পাদপের
অধোন্নতি কতটুকু,

হতে পারে। চলিলাম।

আশীর্ব্বাদ কর—হে ব্রাহ্মণ!

ধান্যশিশুগণ গাহিল—

মা, মা, মা,

যেওনা যেওনা,

দেখা তো হবে না এসে ফিরে।

হৈমন্তী··· দেখা হবে দেখা হবে

বুক ভরা দুধ রবে,

সন্তান পাবে জননীরে।

ধান্যশিশুগণ—

মা, মা, মা,

আঁখি দুটি রবে না

ঝর ঝর নয়নের নীরে।

হৈমন্তী··· চুম্বনে আঁখিগুলি

ফুটায়ে লইব তুলি

ভুলাব বেদনা বুকে ঘিরে।

(তালসহ হৈমন্তীর প্রস্থান)

নারিকেল···চমৎকার! রমণী চরিত্র।

শিশুগণ, বৃথা এ রোদন।

(কাঁদিতে কাঁদিতে ধান্যশিশুগণের প্রস্থান)

একি অত্যাচার
অসহায় রমণী উপরে !
মানব-বিদ্বেষে—
পাদবে দানব-বৃত্তি স্বজাতি-দলনে
এ বড় নূতন !
কোথা এর পরিণতি ?   জগদীশ !

প্রথম অঙ্ক

(৪র্থ দৃশ্য)

যশোহর—মল্লিকপুর

বন্যা গাহিতেছিল—

আয়রে আয় মৌমাছি !
তোর ঐ গুণ গুণ গুণ গুণ—
গানে, মোর প্রাণে—
তুই ঢেলে দে অমৃত-ধারা।
বুক ভরে তোর আয়রে মধু নিয়ে
ফুলে ফুলে উড়ে উড়ে গিয়ে
ফুল সেজেছে—ফুল সেজেছে,
তোরে ভুলাতে নানা রঙ্গে, মধু-সঙ্গে-
ফুল, ডেকেছে পাগল-পারা।
দেবে শুধু সে যে নেবে নারে কিছু
ফতুর হবে করে মাথা নীচু,
তোরে চিনেছে, তোরে চিনেছে,

চোখে লেগেছে কালোবরণ
মধু-হরণ—
ফুল, হয়েছে আপন-হারা।

(কচার প্রবেশ)

কচা… দিদি, দিদি! শুনিয়াছ?

বন্ধ্যা… কি বোন?

কচা… চুরি ক'রে নিয়ে গেছে
দেবী হৈমন্তীরে—দস্যু তাল?

বন্ধ্যা… মিছে কথা। অসম্ভব।
সতী হৈমন্তিকী।
বহ্নি জ্বলে সতীর নয়নে!
দৃষ্টি মাত্রে—সৃষ্টি পুড়ে যায়!
তৃণ কি নিবাতে পারে দাবাগ্নি ভীষণ?

(তিন্তিড়ীর প্রবেশ)

তিন্তিড়ী… তৃণ যদি কাঁচা হয় সুরস সবুজ—
কত বহ্নি নিবে যায়, দেখা গেছে।
তবে এটা ঠিক,
অম্লরস আমাদের মত পড়িলে সুমুখে,
সতী-বহ্নি জ্বলে ওঠে দাউ দাউ!

অয়ি বঙ্গে সতী !
সতীত্ব-গরব—
শুধু, খেয়ালের বালি-বাঁধ ।

বন্যা··· বর্ব্বরতা ।
সতীত্ব গরব—
চীনের প্রস্তরীভূত
দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ।
সতীত্ব-গৌরব—
অভ্রভেদী হিমাচল-চূড়া
অমেয় অজেয় চিরদিন ।

তিন্তিড়ী··· অয়ি, সতী-শিরোমণি ধনী !
এত যদি জান—বোঝ—
সতীত্ব-মহিমা,
নিজে কেন পতি-শিরে করি পদাঘাত
সাজিয়াছ কলঙ্কিনী ?

বন্যা··· কলঙ্কিনী ?
আমি ? কেন ? সতী জানে—
পতি তার জগদীশ, সৎ-চিৎ !
অসতের দাবী পতিত্বের
ভিত্তিহীন নিরানন্দ ।

সতী অঙ্গে অত্যাচার
অসতের স্বার্থের চাবুক !
সহ্য করা সে হীনতা
সতীত্বের অপধর্ম্ম ।

তিন্তিড়ী… ব্রহ্ম নিরাকার ।
'বিজৃম্ভিত' 'বিস্ফোরক' শব্দ মাত্র ।
সাকার-সতীত্বটুকু
ব্রহ্মে নিবেদিলে,
বেচারার নিরাকার-মনে ঘটিবে চাঞ্চল্য !
নিরাকার-কারা ভাঙি'
ঘটাকার, পটাকার, অথবা আকার—
যে-কোন প্রকারে ধরি মুশলের মত,
ঠেঙাবে পাদপকুল ।
অয়ি বন্যে সতি !
রক্ষা কর—টেনে ধর সতীত্বের রাশ ।

বন্যা… হাসায়োনা—মূর্খ তুমি !
সতীত্ব সাকার নহে—
নিরাকার ভাব রাশি ।
সতীত্ব সে ব্রহ্ম-উপাদান
চিন্তা, ইচ্ছা, ভাব—

মনস্তত্ত্ব বিরাট বিশ্বের
আদিভূত।
মধ্যে শুধু সৃষ্টি কাল্পনিক,
তুমি-আমি মিথ্যা-চঞ্চলতা।
অন্তে সেই ভাবের সমাধি।
সতীত্ব সে ইচ্ছা বিরাটের নিরাকার।
রূপ-রস-গন্ধ দিয়ে—
সাকারের সৃষ্টি, পরে,
কল্পনা-খেয়ালে।
সতী মরে, সতীত্ব বাঁচায়ে।

তিন্তিড়ী··· কিন্তু ভো—বিদূষী!
আগে সতী, সতীত্ব পিছনে।

বন্যা··· ভুল কথা। সতী—দেহ,
সতীত্ব—মনন।
মননে দেহের সৃষ্টি।
ম'রে, প'চে, গ'লে যাবে দেহ-সতী।
মনন-সতীত্বটুকু অজর,অমর!
সৃষ্টির আনন্দ-রসে
বিরাটের রাস-লীলা করিবে সার্থক।

তিন্তিড়ী··· বুঝিয়াছি, চাহ রাসলীলা?

বন্যা... কোথা পাবে সে আনন্দ—
সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র আবেষ্টনে,
দুর্ভাগ্য পাদপ ?
বুক-ভরা আনন্দ অসীম,
বিস্তারিয়া বাহু-শাখা—
প্রেমভরে আলিঙ্গন
চাহে প্রাণ বিরাট বিশ্বের।
সতৃষ্ণ নয়ন, শুধু,
সৃষ্টির সৌন্দর্য্য পানে।
ইচ্ছা হয়—এ বিরাট বিশ্ব-সৃষ্টি মাঝে
পড়ি ঝাঁপ দিয়ে
মিশে যাই আনন্দ-তুফানে।
—কে কাঁদে ?

ধান্যশিশুগণ গাহিতেছিল—

মা-হারা যাহারা—
কেঁদে, জলহারা নয়নতারা
ওগো মা, মা, মা
দুধ বিনে মুখ শুক্‌নো সারা
কেউ দেখে না কাঁদছে কা'রা

মা-হারা যাহারা—
যেন, মনমরা পাগলপারা
ওগো মা, মা, মা।

বন্যা… সত্যই কি—দেবী হৈমন্তীরে
চুরি ক'রে নিয়ে গেছে দস্যু তাল ?
তিন্তিড়ী… না, না, না, মিছে কথা।
সতী হৈমন্তিকী, ঝাঁপ দেছে—
বিরাটের আনন্দ-তুফানে।
অশিক্ষিত অবুঝের দল
বোঝেনি সে উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা।
শোন শিশুগণ !
রোদনের নাহি প্রয়োজন ;
নিরাকার ব্রহ্মবুকে—
আছে দুটি নিরাকার স্তন,
নিরাকার দুগ্ধ-ধারা
ঝরিতেছে নায়াগারা প্রপাতের মত
তাহা হ'তে। বন্যা-সতী জানেন সন্ধান,
খুঁজে নাও—দুঃখ সেরে যাবে।
(উন্মত্তভাবে আশুর প্রবেশ)

আশু··· হৈমন্তী, হৈমন্তী !
কোথা গেলে পাব হৈমন্তীরে ?
বুক ভেঙ্গে যায়। বন্যা, বন্যা !
কোথা গেল হৈমন্তী আমার—
উন্মাদ করিয়া মোরে ?

বন্যা··· উঃ অসহ্য এ অত্যাচার।
শিশুগণ ! এস মোর বুকে।
আজি হতে জগতের যত মাতৃহারা
পাবে খুঁজে মায়ের সন্ধান
ক্ষুদ্র এই হৃদয়ে আমার।

(খেয়ালীকে কোলে লইয়া প্রস্থানোদ্যত ।

তিন্তিড়ী··· বন্যা !

বন্যা··· কি ?

তিন্তিড়ী··· পত্নীহারা আশুর সান্ত্বনা ?

বন্যা··· খুঁজে দেখ পতিহারা কে কোথা কাঁদিছে

তিন্তিড়ী··· তুমি ?

বন্যা··· মূর্খ তুমি।
পতি মোর জগদীশ !
সৎ-চিৎ আনন্দ-অপার। আয় কচা।

(ধাত্রশিশুসহ প্রস্থান ;

আশু… তিন্তিড়ী, ভাই কি হবে উপায় ?

তিন্তিড়ী… শোন গিয়ে হিজলের কাছে।
ঐ ভয়ে বিবাহ করিনি।

(কচার পুণঃ প্রবেশ)

কচা… আশু !
বন্যাদিদি ডাকিতেছে তোমা।

আশু… চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

তিন্তিড়ী… হুঁ, ডাকিতেছে—
বন্যাদিদি—হুঁ—
দেখে আসি আঁড়ি পেতে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(১ম দৃশ্য)

খুলনা—সুন্দরবন

সুন্দর... ভীষণ সৌন্দর্য্য মোর !
বিষধর কর্ণের কুণ্ডল,
পরিধানে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম ।
কণ্ঠহারে শার্দ্দুলের দন্তপাতি
হিংসার প্রতীক !
জাগ্রত রেখেছে বক্ষে—
শোণিত-পিপাসা ।
শুন বন্ধুবর ! প্রতিজ্ঞা আমার—
নির্ব্বর করিব দেশ,
অথবা অচিরে ডুবিব স্ববংশে
ঐ বঙ্গোপসাগরে ।

শাল... ধন্য আমি
শুনি তব বন্ধু সম্ভাষণ,
মুগ্ধ আমি সৌন্দর্য্যে তোমার ।

কিন্তু বীর !
সৃষ্টি মাঝে—
মানবের শ্রেষ্ঠ-সিংহাসন
কি কারণে, কহ মোরে।

সুন্দর ·· হিংসা, হিংসা, শুধু হিংসা।
হিংসা বলে, হিংসার কৌশলে
অহিংস পাদপদকুল করিয়া নির্ম্মূল
ভোগরাজ্যে হিংস্র মানুষ—
সুপ্রতিষ্ঠ ভোগ সিংহাসনে।
বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ, প্রকাণ্ড হিংসুক !
সৃষ্টি তার অভিব্যক্তি কুটিল হিংসার !
পাদপের অহিংসাপালন
বিদ্রোহিতা বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণে।

(দেবদারুর প্রবেশ)

দেবদারু··· মুর্খ তুমি—
ধর্ম্মদ্রোহী পাদপ কলঙ্ক !

সুন্দর··· স্বাগত হে অভিমানী পাণ্ডিত্যের।
ভাবিও না মনে—
কেশের পক্কতা শুধু জ্ঞানের নজির।
জানি আমি—

অহিংসার প্রচারক তুমি
পাদপ-সমাজে।
বীর্য্যহীন, বিকলাঙ্গ, বিকৃত স্থবির!
পাদপের ধ্বংসের কারণ
ক্লীবত্ব অহিংসা-বুদ্ধি।
কহ—সত্য কিনা?

দেবদারু… না।

সুন্দর… তবে?
কেন তবে পাদপের এত অধোনতি?
ধ্বংস মুখে পাদপ-সমাজ।
অহিংসার একান্ত সাধক!
সম্ভব কেমনে—
হিংসা বিনা জীবন-ধারণ?

দেবদারু… পাদপের অধোনতি
হিংসাবৃত্তি করিয়া গ্রহণ।
জীবনের ব্যাপ্তি বহুদূর!
মৃত্যু কোথা দেহত্যাগে?
ধ্বংস নহে সংখ্যার গননে।
দেহটি সর্ব্বস্ব-বোধে—
অহঙ্কারী হিংসুকের মৃত্যু বহুবার!

সত্যাশ্রয়ে অহিংসার জীবন ধারণ
মৃত্যুঞ্জয়ী—মরিয়া অমর !

সুন্দর··· বুঝিয়াছি ।
জরাগ্রস্ত হে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী !
দেহে তব নাহি প্রয়োজন ।
নিষ্কাম অহিংস-বুদ্ধি সম্ভব তোমার ।
মরিয়া-অমর-হওয়া
কবির কল্পনা,
খেয়ালীর বাচালতা—
শুনিতে মধুর ।
নির্ম্মম কসাই সম,
কঠিন বাস্তব—
কবিত্বের মেদ-মাংস করিয়া হনন,
চর্ম্ম দিয়ে বাজাইবে বিজয়-দুন্দুভি !
হে অহিংস মহাপ্রাণ !
টুঁটি চেপে—(দেখাইয়া)
আমি যদি ছিড়ে লই রসনা তোমার,
কে করিবে অহিংসার মহিমা কীর্ত্তন !
হিংসা চাই !
অহিংসার জীবন বাঁচাতে ।

দেবদারু··· রে উদ্ধত মূঢ়—অহঙ্কারী !
অহিংসার মহিমা কীর্ত্তনে
রসনার নাহি প্রয়োজন।
স্বপ্রকাশ সত্যের মহিমা।
স্বহস্তে রসনা মোর করি উৎপাটন,
উপহার দিব তোরে, নির্ম্মম, হিংসুক !
জগদীশ ! জগদীশ !

(জিহ্বা উৎপাটন করিয়া সুন্দরকে প্রদান ও প্রস্থান)

সুন্দর··· হাঃ, হাঃ, হাঃ—
শত্রুবধে উল্লাস বীরের !
যে রসনা এতদিন করিয়াছে অহিংসা প্রচার,
অনায়াসে করায়ত্ত আজি !
উপহার বিজেতার পায়ে,
বীরত্বের পরাজয় করিতে স্বীকার।
বাঁধিয়া রাখিব তারে—
কণ্ঠহারে কঠিন শৃঙ্খলে।
ওকি সখা ! অধোমুখে কি ভাবিছ ?

শাল··· ভাবিতেছি—‘পরাজয় কার ?’
সুন্দর, অসুস্থ হয়েছি বড়,
চলিলাম আমি।

দেখা হবে কাল সন্ধ্যাকালে।

(প্রস্থান)

সুন্দর··· দুর্ব্বলতা।

অহিংসা-ক্লীবত্ব যার অঙ্গের ভূষণ,

দেহ তার বিড়ম্বনা।

অহিংসার উপাসক যা'রা

কেন তারা দেহ ধরে ?

যে দিকে চাহিবে, শুধু,

ইন্দ্রিয়ের সেবা-জন্য ভোগের সম্ভার—

কেড়ে নাও—কেড়ে নাও—

সৃষ্টি বহিতেছে, শুধু,

—ভোগে-উপভোগে !

জনক-জননী কোলে

হাসিছে সন্তান।

(হৈমন্তীসহ তালের প্রবেশ)

কে তুমি রমণী ? কে এই রমণী, সখা ?

তাল··· আশু-পত্নী হৈমন্তিকী

ধান্যের জননী।

হৈমন্তী··· কহ বীর কি হেতু আহ্বান ?

সুন্দর··· বীর আমি, আহ্বান বীরত্ব হেতু !

বীরত্বের পরিচয় সংগ্রাম মানবসঙ্গে।
মানবের দাসী তুমি, ঘৃণিত-চরিত্র—
পাদপের কুলে কালি করেছ লেপন।

হৈমন্তী··· কি আদেশ—
ঘৃণিতা এ কলঙ্কিনী প্রতি ?

সুন্দর··· সংক্ষেপে আদেশ মোর।
আজি হ'তে প্রতিধান্যকণা
বিষাক্ত করিতে হবে, মারিতে মানবে।

হৈমন্তী··· পারিব না।

সুন্দর··· পারিবে না ?

হৈমন্তী··· না।

সুন্দর··· আচ্ছা, কেন ?

হৈমন্তী··· অহিংস পাদপ আমি,
হিংসাবৃত্তি অধর্ম্ম আমার।

সুন্দর··· বেশ কথা। তাল ! সখা !
(কাণে কাণে পরামর্শ করিলেন।)
যাও। তারপর—
অহিংস পাদপ তুমি ? না ?
বল দেখি, কণ্ঠে মোর—
কিসের মালা এ ?

অহিংসা

হৈমন্তী··· ব্যাঘ্র-দন্ত, ব্যাঘ্রের নখর।

সুন্দর··· মধ্যদেশে কোন বস্তু ?

চেন কি ইহারে ?

হৈমন্তী··· সদ্য-ছিন্ন জিহ্বা অনুমানি।

সুন্দর··· অহিংসার উপহার! হিংসা-পদতলে।

উপহার চাই—তব পাশে।

দেবে কিনা বল ?

হৈমন্তী··· কি চাও ?

সুন্দর··· তুমি কিবা দিতে অনিচ্ছুক ?

বল ?—তাই চাই।

হৈমন্তী··· কখনো পাবে না।

সুন্দর··· হিংসা বিনা রাখিবে কেমনে ?

বহুগুণ শক্তিধর আমি তোমা হ'তে!

কেমনে আঁটিবে—কেড়ে নিলে ?

হৈমন্তী··· প্রাণহীন দেহ-পিণ্ড

ছিঁড়ে খাবে শকুনি-গৃধিনী;

তা'বলে কি জীবন্ত শরীরে

চাহে কেহ শকুনির ঘৃণ্য আলিঙ্গন ?

জন্মগত অধিকার,

ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বাধীনতা জীবের জীবনে

মৃত্যু তার দুর্ভেদ্য কবচ
ভেঙ্গে দাও—উড়ে যাবে—
মুক্ত বায়ু পথে—
অব্যাহত স্বাধীনতা-স্রোতে—
মরণের পর পারে।

সুন্দর··· হিজল!

(হিজলের প্রবেশ

হৈমন্তী··· হিজল! হিজল!
তুমিও এখানে—
নরকের গৌরব বাড়া'তে?

সুন্দর··· বাঁধো রমণীরে।

হৈমন্তী··· সাবধান হিজল!
ছুঁওনা আমারে।
স্পর্শ-মাত্রে—
প্রাণহীন দেহ—পড়ে রবে।
স্বেচ্ছায় এসেছি আমি,
চল কোথা নিয়ে যাবে।

(হিজল সুন্দরের দিকে চাহিল)

সুন্দর··· নিয়ে যাও—গভীর অরণ্যে
মম নিকুঞ্জ-বিলাসে।

স্পর্দ্ধিতা রমণী ! দেখা যাবে—
অহিংসার স্পর্দ্ধা কত দূর !

হৈমন্তী··· গর্ব্বিত নারকী ! দেখে নেব—
হিংস্রকের কত অহঙ্কার !

(হিজলের সঙ্গে প্রস্থান)

(অন্য পথে চিন্তিত ভাবে—সুন্দরের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

(২য় দৃশ্য)

ফরিদপুর—মদাপুর

বট ও পাঁকুড়

বট··· গৃহিণী !
আমি—'তুমি-সেজে'
ঘরে বসি। আর,
তুমি—'আমি-সেজে'
ব'লে এস পেয়াদারে—
বুড়ো আমি—অসুস্থ শরীর,
পারিব না যেতে।

পাঁকুড়··· নিজে গিয়ে বলে এস।
ভাল, সেতো সে-দিনের ছেলে !
ভয় কিসে ?

বট··· বড় ভয়ে করে। গৃহিণী !
দূর থেকে দেখেছি চেহারা,

হস্ত-পদ এখনো কাঁপিছে।
হাতে বাঘ-নখ!
কি ভীষণ!
সে-দিনের ছেলে হ'তে পারে
কিন্তু, সে যে এ দীনের বাবা।

পাঁকুড়··· নাতির বয়সী মোর—
তা'কে দেখে এত ভয়?
আচ্ছা, তুমি থাকো আমি ব'লে আসি

বট··· না, না, না।
রমণীর বেশে, যেওনা সুমুখে তার।
পরস্পর শুনিতেছি—
রমণী দেখিলে, যেখানে-সেখানে
তা'রা বে-ইজ্জৎ করে।
সর্ব্বনাশ, রমণীর বেশে?
না, না। আমি—
'তুমি-সেজে' ঘরে বসি,
আর, তুমি—
'আমি-সেজে' দেখা কর।

পাঁকুড়··· বুড়ি আমি, পাকা চুল—
কি যে বকো পাগলের মত।

বট··· বুড়ো-বুড়ি মানে না তাহারা

দেশোদ্ধারকারী ! যত—

ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট বেয়াড়া বানর।

যেওনা, যেওনা, কথা শোন।

পাঁকুড়··· তবে তুমি যাও।

বট··· আচ্ছা, সেই ভাল—

(দু'পা অগ্রসর হইয়া)

গৃহিণী ভয় করে।

(পিছনে তালের প্রবেশ—হঠাৎ দেখিয়া)

বাবারে—

(পাঁকুড়ের বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইল)

পাঁকুড়··· তাল! ভাই !

বট··· আরে চুপ কর, মাগী !

আমি কথা কই !

তাল ! ভাই !

তারপর, ব'লে দে—

হ্যাঁ—স্বামী মম গৃহে নাই।

তাল··· গৃহে নাই সত্যকথা,

আছে বীর রমণীর বস্ত্রাঞ্চলে।

বট··· (রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া)

এ্যাঁ—কেমনে জানিল ?
মাগী ! তুই ব'লে দিলি—
ইসারায় ! নিশ্চয়, নিশ্চয় !
হারামজাদী ! স্বামীভক্তিহীনা !
এখনও চন্দ্র-সূর্য্য উদিছে আকাশে,
এখনো দাহিকা-শক্তি আছে অনলের,
এখনো জননীবক্ষে ক্ষরে ক্ষীর-ধারা,
—জীবিত রাখিতে সন্তানেরে।
আর, তুই পাপিষ্ঠা রমণী
হাসিতে হাসিতে দিয়া—
পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি,
স্বামী-দেবতারে দিলি—
বিপদে ফেলিয়া ? ইসারায় ?
ধিক্, শত ধিক্ তোর রমণী-চরিত্রে !

পাঁকুড়··· তাল, ভাই !
কি হেতু এ বৃদ্ধ বুদ্ধিহীনে
নিয়ে যাবে অত দূরদেশে ?
কোন্ প্রয়োজনে ?

তাল··· প্রয়োজন নাহি জানি রাজার আদেশ।
তোমাদের একজনে নিয়ে যেতে হবে।

পাঁকুড়··· তবে চল—আমি যাব।

বট··· সেই ভাল। আত্মানং সততং রক্ষেৎ
দারৈরপি'—ঋষি-বাক্য !
একান্তই একজনে যেতে হবে যদি,
যাও সতি !
পাকা চুলে পরিয়া সিন্দুর।
জগতের বট-পত্রে—
'পাঁকুড়ের স্বামী-ভক্তি'
সুবর্ণ-অক্ষরে খোদা রবে চিরদিন।
আর, আমি হেথা নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী !
মানস-মন্দিরে—তব স্মৃতির পূজারী
রুদ্ধ শ্বাসে প্রেম-প্রাণায়ামে
কাটাইব যুগে যুগে
বিনিদ্র রজনী। খুলে যাবে—
নয়নের প্রেম-প্রস্রবণ।

পাঁকুড়··· (ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া)
আসি তবে—কর আশীর্ব্বাদ।

বট··· যাও সতি ! বিলম্বে বিপদ।
হুষ্মন চেহারা ওর—
দেখে ভয় লাগে। যাও।

(উভয়ে চলিয়া গেলে)

রে দুর্ব্বৃত্ত নিশাচর তাল !
কি আর কহিব তোরে ?
দুর্ভাগ্য আমার—আমি—
ত্যাগ-ধর্ম্মে দীক্ষিত পাদপ।
অহিংসার উপাসক—নতুবা—

(তালের পুণঃ প্রবেশ)

তাল··· নতুবা কি ?

বট··· না, না, কিছু নারে ভাই !
শাস্ত্রে আছে দানসহ দক্ষিণার বিধি।
পত্নীদান ত্রেতাযুগে মানব-সমাজে,
হরিশ্চন্দ্র রাজা করেছিল।
আর আমি, কলিযুগে পাদপ-সমাজে—
করিলাম সেই কীর্ত্তি।
রাজা ছিল হরিশ্চন্দ্র,
আমি দীন ভিখারী পাদপ।
কি দিব দক্ষিণা, ভাই !
ধর এই ক্ষুদ্র বটফল।

তাল··· অহিংসার মন্ত্র-পুরোহিত
তুমি দেবদারু ! প্রাপ্য তব এ দক্ষিণা।

দেখে যাও—

সুবৃহৎ বট-বৃক্ষ-শাখে

ফলিয়াছে অহিংসার কত ক্ষুদ্র ফল

—বিকৃত—বিস্বাদ !

(প্রস্থান)

বট··· হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচি।

বাবারে !

গোপন কথাটি ফাঁসাবে না ?

হিংসুকের দল ! যেন খেতে আসে !

সরে পড়ি বাবা।

পাঁকুড়—প্রাণেশ্বরী !

ও হো হো—বৃদ্ধকালে

বিরহ ! বিচ্ছেদ !

অহরহ ! দারুণ, দুঃসহ !

দ্বিতীয় অঙ্ক

(৩য় দৃশ্য)

যশোহর—মল্লিকপুর

বন্যা··· খেয়ালী! মা'র খাবি ?

খেয়ালী··· কেন মা ?

বন্যা··· আয় তবে কোলে আয়।

খেয়ালী··· শাকীরে কর'না কোলে—
বড় ভালবাসে শাকী,
খেলা ফেলে কোলে-ওঠা।

শাকী··· তাই বুঝি, আমি একা—
কোলে-ওঠা ভালবাসি ? কেন তুই ?

কাজ্‌লা··· থাক্ থাক্—
কোলে উঠে কারো কাজ নেই।
মা, মা, তুমি গান গাও,
তালে তালে নাচি মোরা।
আয়।

বন্যা গাহিল—

আমায় ডাক দেখিরে
মা ব'লে—মা ব'লে—মা ব'লে।

শিশুগণ··· মা, মা, মা।

বন্যা··· কণ্ঠে কল-হাসি তুলে
উচ্ছ্বসিত অঙ্গে দুলে।

শিশুগণ··· মা, মা, মা।

বন্যা··· বক্ষে মধুর পরশ লাগে
জড়িয়ে ধরি সেই সোহাগে।

শিশুগণ··· মা, মা, মা।

বন্যা··· আয়রে কোলে—আয়রে কোলে
মা' বলে—মা ব'লে—মা ব'লে

শিশুগণ··· মা, মা, মা।

(রুদ্ধশ্বাসে কচার প্রবেশ)

কচা··· দিদি, দিদি—রক্ষা কর মোরে।

(বন্যা বুকে জড়াইয়া ধরিল)

বন্যা··· কি হয়েছে বোন?

কচা··· কে যেন সে চিনিনা তাহারে!
কণ্টকিত অঙ্গ তার
ভয়ে অঙ্গ কাঁপিছে আমার

বন্যা··· কি করেছে তোর ?

কচা··· হাত দুটি ধ'রে বলে—বিবাহ করিবে !
ধীরে ধীরে ললাটে আমার—
করিল সে সহস্র চুম্বন, পারিনা বলিতে আর
—ভয়ে অঙ্গ কাঁপে,
এখনো জ্বলিছে গণ্ডে চুম্বনের জ্বালা।

বন্যা··· কে সে ?

(মান্দারের প্রবেশ)

মান্দার··· আমি।

বন্যা··· কে তুমি ?

মান্দার··· মান্দার আমার নাম,
ভগিনীর তব পাণিপ্রার্থী।

বন্যা··· কি হেতু সৌভাগ্য এত ভগিনীর মম ?

মান্দার··· ভাল বাসিয়াছি।

বন্যা··· ভাল কথা। কবে হ'তে ?

মান্দার··· আজ প্রাতে।
অরুণের রক্তাধরে
ফুটিয়া উঠিল যবে প্রথম হাসিটী,
নিদ্রালস নয়নে আমার

তখনো ঝরিতেছিল
শিশিরের কণা, অশ্রুসম।
ভগিনী তোমার, শিওরে দাড়ায়ে মোর,
ডেকেছিল—
ওগো পান্থ! ওগো ও বিদেশী!
একাকী এখানে, কেন কাঁদিতেছ?

বন্যা... কচা?

কচা... হ্যাঁ, দিদি।
তা'বলে কি জোর ক'রে
বিবাহ করিতে হবে?
কেন দিদি?
ভেবে দেখ, তুমি কত দিন
বিবাদ করেছ সেই হিজলের সাথে—
কেঁদেছ নির্জ্জনে।
আমি গিয়ে ধীরে ধীরে
কোলে তুলি মুখখানি তব,
আঁচলে মুছায়ে দিছি।
তা' বলে তো, বিবাহ করনি মোরে, তুমি!

বন্যা... ঠিক কথা।
(মান্দারের প্রতি) তারপর?

মান্দার·· তারপর—আমি অপরাধী।

বন্যা··· অপরাধ করিলে স্বীকার ?

ভাল কথা—

ভাল বাসিয়াছ তুমি

ভগ্নিরে আমার।

কেনা ভালবাসে এই আধো-ফোঁটা

কুসুমের ঘ্রাণ ?

কিন্তু তুমি উদ্দাম যুবক, অগভীর প্রাণ !

অগভীর ভালবাবা তব কামগন্ধ-ভরা।

ঘটিলে অভাব প্রতিদানে

হবে তুমি ঘোর অত্যাচারী, উন্মাদ, অস্থির।

বুঝে দেখ—

ভালবাসা বটে ছেলে-খেলা। কিন্তু তারে—

প্রবৃত্তির উত্তেজনা, ক্ষণিকের আসঙ্গ-লিপ্সায়

করে কলুষিত।

মান্দার··· দেবি ! সহিষ্ণু পাদপ আমি,

উপমিত ক'রনা আমারে

প্রাণহীন মানবের সাথে।

বন্যা··· উপমেয় নহ তুমি ?

পরিচয় দিতে পার তার ?

মান্দার··· কিবা পরিচয় চাও ?

বন্যা··· প্রতিজ্ঞা করিতে পার ?

—জীবনে কখনো আর

দৃষ্টিপথে আসিবে না কভু, ভগিনীর মম ?

মান্দার··· (নিরুত্তর)

বন্যা··· বুঝিয়াছি—পারিবে না।

আচ্ছা, বল দেখি—

বিবাহিত জীবনে তোমার

পত্নী তব চাহে যদি,

অন্য কোন পুরুষের সঙ্গ-লাভ !

ভাল তুমি বাসিয়াছ তারে—

পারিবে তো ?—

ডেকে দিতে ইপ্সিত সঙ্গীরে

নির্জ্জনে নিরুপদ্রবে ?

মান্দার··· (নিরুত্তর)

বন্যা··· বুঝিয়াছি, পারিবে না। তবে ?

ভেবে দেখ দেখি—

ওগো প্রাণান্ত প্রেমিক !

কোন পরমার্থ-লোভে

বিবাহের আগ্রহ তোমার ?

নয়নের নেশা ? সে তো বড় কথা,
নাহি থাকে যদি তার পেছনে পেছনে—
মদনের চঞ্চলতা।
মুগ্ধ আঁখি শুধু দেখে যাবে
আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে,
ভাঙ্গিবেনা কভু, সেই—
সৌন্দর্য্যের সুখ-স্বপ্ন !
অশিক্ষিত, অপ্রেমিক, উদ্দাম যুবক !
প্রাণ কই ? প্রাণহীন তুমি।
সরলা বালিকা বধু শুধু প্রাণ চাহে—
চাহেনা প্রহার।

মান্দার··· দেবি ! পারিব।

বন্যা··· কি ?

মান্দার··· জীবনে কখনো—
আসিব না দৃষ্টি পথে, ভগিনীর তব।
কিন্তু—সে আমার দৃষ্টি পথে
রবে চির দিন, অলক্ষ্যিতে।

বন্যা··· বুক চিরে, রক্ত দিয়ে,
লিখে দিতে পার ?

মান্দার··· পারি। (বন্যা ছুরি দিলেন

কচা··· দিদি, দিদি, থাক্ কাজ নেই
বড় ব্যথা পাবে।

বন্যা (কচার প্রতি) কে?

(হাসিতে হাসিতে যুবকের হাত ধরিয়া)

থাক্ কাজ নেই—
আজ্ঞা মম ভগিনীর!
বুঝিয়াছ প্রেমতত্ত্ব?
পেয়েছ তো প্রাণের সন্ধান?
যাও বীর!
কিছুদিন নির্জ্জনে একাকী
কর গিয়ে প্রাণ-চর্চ্চা।
দেহ ছোট, প্রাণ বড়।
প্রাণ দিয়ে প্রাণ ভালবেসো
প্রতিদান পাবে প্রাণ।
প্রাণজয় নাহি হয় দেহের প্রচারে।
যাও বৎস!
প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষা আজি তব—
মনে রেখো পরীক্ষার কথা।

(মান্দার বন্যার পদধূলি লইয়া চলিয়া গেল)

কচা··· দিদি!

কেন তুমি অত ব'কে দিলে ?
বড় দুঃখ পেয়েছে বেচারী।

বন্ধা··· কেন তুমি করিলে নালিশ ?

কচা··· কোন দিন, কোন কথা, কবনা তোমারে-
(বেগে প্রস্থান)

বন্ধা··· কচা ! কচা ! মরেছে বালিকা।
আয় তোরা খেলা ছেড়ে—
মরেছে রে মাসীমা তোদের।
অন্ত্যেষ্টির আয়োজন করি গিয়ে। চল।

সকলে··· (বিস্মিত ভাবে)
মরেছে মাসী ? এ্যা এঁ্যা এঁ্যা—
(কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

(৪র্থ দৃশ্য)

খুলনা—সুন্দরবন

শাল… তন্ন তন্ন করি অন্বেষণ করিয়াছি
ভীষণ অরণ্য।
কোথা সেই মহাপ্রাণ সাধু মহাজন ?
ত্যাগের আদর্শ-মূর্ত্তি একবার দেখা দাও !
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি—
অনশনে দেহত্যাগ বিনা দরশনে তব।
দেখে যাও হৃদয়-দেবতা !
ধৌত মম হৃদিতল নয়নের জলে।
হিংসাদ্বেষ পুতিগন্ধে নাসিকা-কুঞ্চন—
আর না করিতে হবে।
অহিংসার শান্ত-স্নিগ্ধ চন্দন-লেপনে,
পবিত্র করেছি বক্ষে ত্যাগের মন্দির !

(রুদ্রমূর্ত্তিতে সুন্দরের প্রবেশ—শাল সুন্দরকে দেখিয়া সঙ্কুচিত ভাবে পিছাইতে লাগিল)

সুন্দর··· যেওনা, দাঁড়াও।

(শাল ছুটিয়া আসিয়া সুন্দরের পদতলে পড়িল)

শাল··· ক্ষমা কর মোরে।
মানবের ধ্বংস-যজ্ঞে
আর নাহি উৎসাহ আমার।
যে যজ্ঞের হোমানলে—
অহিংসার মন্ত্রগুরু,
পাদপ-গৌরবে, ত্যাগের মহিমা-মূর্ত্তি—
আপনার রসনা ছিঁড়িয়া
যোগাইবে আহুতির যোগ্য উপচার,
আমি তার বহুদূরে থাকি যদি—তবু—
অন্ধ হব ! অন্ধ হব ! ক্ষমা কর মোরে।

সুন্দর··· মানবের ধ্বংস-যজ্ঞে বরণের হোতা আমি।
কিন্তু, বৃক্ষরাজ ! কার অনুরোধে ?

শাল··· আমার। সুন্দর ! সুন্দর !
প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত।
বল, কোন প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আমার ?

সুন্দর··· প্রায়শ্চিত্ত ! করিতে প্রস্তুত ?
বুঝে দেখ, পালাবে না, ব্যবস্থা শুনিয়া ?

শাল··· না, না, না।

হোক সেই প্রায়শ্চিত্ত যত ভয়ঙ্কর !
মাথা পেতে করিব গ্রহণ।

সুন্দর··· (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিলেন)
ধর এই শাণিত ছুরিকা।
সম্মুখে তোমার—
অহঙ্কার-ক্রোধোদ্দৃপ্ত-স্ফীত-অভিমানে
হিংসার বিস্তৃত বক্ষপট !
অহিংসার যন্ত্র-পুত্তলিকা
'স্বহস্তে বিঁধায়ে দাও'—ব্যবস্থা আমার।
কেন ? পারিবে না ?
লজ্জা কিবা তা'তে ?
আপাতত লজ্জাত্যাগে দেখাও জগতে—
দিব্য ত্যাগের মহিমা।

শাল··· সুন্দর ! সত্য বটে, মানবের ধ্বংস-যজ্ঞে
হোতা তুমি, অনুরুদ্ধ মোর।
কিন্তু, হিংসা নহে প্রার্থিত আমার।

সুন্দর··· ঠিক কথা।
অগ্নি বিনা যজ্ঞ-সমাধান,
হিংসা বিনা ধ্বংস—
যদি, প্রার্থিত তোমার—

বলিবার কিছু নাহি আর। মূর্খ আমি!
প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য আমার।
অহিংসার উপাসক! ভেসে যাও—
হিংসুকের উষ্ণ রক্ত-স্রোতে।

(হৈমন্তী আসিয়া সুন্দরের উদ্যত ছুরিকাসহ হাত ধরিলেন)

হৈমন্তী… কাপুরুষ!
আত্মহত্যা প্রায়শ্চিত্ত দুর্ব্বলের।
বলদর্পী উদ্ধত হিংসুক!
রমণীরে লজ্জা দেছ বীরত্বে তোমার।

সুন্দর… হাঃ হাঃ হাঃ।
হৈমন্তী! কতটুকু লজ্জা পেলে
—ক্ষুদ্র এই বীরত্বে আমার?
বক্ষে তব লজ্জার পাহাড়,
তুঙ্গ শৃঙ্গ তার—একদিন ভেঙ্গে যাবে।
বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিবে সেদিন।
অট্টহাস্যে কহিবে জগৎ—সুন্দর, সুন্দর—
জগতের অদ্বিতীয় বীর!
হৈমন্তী! আজি এই
মরণের প্রতিবাদ তব
থাকে যেন স্মরণের পথে। (বেগে প্রস্থান)

হৈমন্তী… ঘৃণিত হিংসুক !

অহিংসার মৃত্যু একদিনে।

তুমি নহ সেই পুণ্য মৃত্যু-অধিকারী !

পলে পলে তিলে তিলে, মরিবে হিংসুক।

(প্রস্থান)

শাল… কে এই রমণী ?

দেখিলাম সিমন্তিনী !

অনূঢ় সুন্দর। গভীর রহস্য !

(ব্যস্তভাবে তালের প্রবেশ)

তাল… কোথা রাজা ?

শাল… বলিতেছি, শোন—

তাল ! কে সেই রমণী ?

হৈমন্তী বলিয়া যারে ডাকিল সুন্দর ?

তাল… আশু-পত্নী, ধান্যের জননী।

বল রাজা কোথা ? ব্যস্ত আমি।

শাল… বলিতেছি, শোন—(হাত ধরিয়া)

আশু-পত্নী কি কারণে ?

তাল… আঃ বন্দিনী, বন্দিনী।

রাজনীতি—কূট-রাজনীতি !

বলিবে না রাজা কোথা ? ছেড়ে দাও—

কোনো কাজ্ করিবে না, বক্তৃতা কেবল !
দেশোদ্ধার, পাদপ-উদ্ধার,
হবে বুঝি বচন-বিন্যাসে ?
কর্ম্ম চাই ! কর্ম্ম চাই !

(বেগে প্রস্থান)

শ্যাল··· কর্ম্ম চাই ! দেশোদ্ধারে।
অহিংসার জিহ্বা-উৎপাটন,
অসহায় রমণী-হরণ !
জগদীশ ! বজ্রাঘাত মস্তকে আমার।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(৫ম দৃশ্য)

ফরিদপুর—মদাপুর

বট··· অসহ্য, অসহ্য—তবু সহ্য চাই।
বৌ নিয়ে গেছে!
নিয়ে যাক্—নিয়ে যাক্—
অহিংস পাদপ আমি।
অহিংসা পরমো ধর্ম্ম
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

আশু··· পাদপের সহিষ্ণুতা।
জগদীশ! বাঁধ ভেঙ্গে যায়
আর বুঝি পারি না সহিতে।

(অন্যমনস্কভাবে দুজনে ঠোকাঠুকি বাধিল—
বট পড়িয়া গেল)

বট··· উঃ উঃ—গেছি—গেছি—বাবা!
ভেঙ্গে গেছে মাজাটা বুঝিরে,
চোক নেই কপালে তোমার?

আশু··· (হাত ধরিয়া উঠাইল)
ক্ষমা কর মোরে, পত্নীহারা আমি—
বাহ্যজ্ঞান ফেলেছি হারায়ে।

বট··· কি ? বিদ্রূপ ! ব্যথা দিলি,
ভেঙ্গে দিলি মাজাটা আমার—
তারপর বিদ্রূপের বাক্যবান !

আশু··· বিদ্রূপ করিনি বৃদ্ধ, কহি সত্য কথা—
পত্নীরে আমার চুরি করে নিয়ে গেছে।

বট··· চুরি করে নিয়ে গেছে ? চোরে ?
আর, আমার—কেড়ে নিয়ে গেছে !
চোখের সুমুখে। অহিংসার নামে
—কথাটি বলিনি মুখে—
কার দুঃখ বেশী ? বল ?

(বন্যার প্রবেশ)

বন্যা··· ওজন করিয়া দেখি কার দুঃখ বেশী।
বিরহী-যুগল ! দূর কর দুর্ব্বলতা।
ধর্ম্মনামে অধর্ম্মের করিও না পূজা।
ধর এই শাণিত ছুরিকা
গুপ্তভাবে, ছদ্মবেশে, পশিয়া সে বনে—

সুন্দরের বক্ষরক্তে করিয়া রঞ্জিত
এনে দাও মোরে।
নিয়ে যাও—বলে যাও—
কার দুঃখ বেশী ?

আশু··· বন্যে !
পারিব না। গুরুর নিষেধ।

বন্যা··· কাপুরুষ ! গুরুর নিষেধ ?
পত্নী তব পরঅঙ্কশায়ী
অত্যাচারী দস্যুর কবলে
সহিতেছে নির্য্যাতন,
স্বামী তুমি, নির্লজ্জ, অধম,
ভীরুতার মসী-মাখা-মুখে
কহিতেছ—গুরুর নিষেধ ?
ধার্ম্মিকের গৈরিক-বসন
ক্লীবত্বের লজ্জা-নিবারণ
ছিঁড়ে ফেল—মূর্খ—ধর্ম্মধ্বজী।

বট··· কি কহিছ—ধর্ম্মভ্রষ্টা পাদপ-রমণী ?
অহিংসার উপাসক পাদপ-সমাজ।
শাণিত ও-হিংসাখণ্ড—
দেখে ভয় লাগে, ফেলে দাও।

কি জানি কোথায় লেগে-ঠেগে যাবে,
রক্তপাত হবে, ছিঃ—
ফেলে দাও, ফেলে দাও।

বন্যা··· সারতত্ত্ব বুঝিয়াছ হিংসা অহিংসার।
শুধু ভীতি—হৃদ্‌কম্প, অহিংসা-লক্ষণ!
আচ্ছা বল দেখি? তুমি তত্ত্বজ্ঞানী—
সর্প-দষ্ট তর্জ্জনী আমার
যদি আমি কেটে ফেলি
এ ছুরি আঘাতে—
সর্ব্বদেহে বিষ-ক্রিয়া করিতে বারণ,
বল দেখি, হিংসা বলি ফেলে দেব কিনা,
বন্ধু মম এ সুধার অস্ত্রের ফলক?

বট··· না, কথনো না। ঠিক কথা বলিয়াছ!
বুদ্ধিমতী তুমি। দেখ—
তুমি মোরে বিবাহ করিবে?
যদি কর, তা'হলে এখনি
তোমারে পাঠায়ে দিব
সুন্দরের বক্ষ-রক্ত করিতে শোষণ।

বন্যা··· ধন্যবাদ!
নিতান্ত বাধিত আমি প্রস্তাবে তোমার।

দেখি চিন্তা করে।

তারপর—তোমার প্রস্তাব ?

আশু… বন্যে !

সুন্দরের নাহি অপরাধ।

স্বেচ্ছায় হৈমন্তী গেছে দেখিতে সুন্দরে।

বন্যা… মিথ্যা কথা।

আশু… শুনিয়াছি ব্রাহ্মণের মুখে।

বন্যা… মিথ্যাবাদী কলির ব্রাহ্মণ।

(নারিকেলের প্রবেশ)

নারিকেল… স্তব্ধ হও, প্রগল্‌ভা রমণী।

সাক্ষী আমি, হৈমন্তী আপনি—

স্বেচ্ছায় সেজেছে

নীচ কুল-কলঙ্কিনী।

বন্যা… সাক্ষী তুমি ? পুরুষ-পুঙ্গব !

দেখেছ দাঁড়ায়ে সেই

রমণীর নির্য্যাতন ?

আঁচড় লাগেনি গায়ে ?

স্কন্ধ-চ্যুত হয়নি তো পূত উপবীত ?

অহিংস ব্রাহ্মণ !

পদধূলি দেহ মোর শিরে। আমি যাব।

শাবক-হারাণো ক্রুদ্ধ সিংহিনীর মত
উপাড়িয়া হৃদপিণ্ড সুন্দর রাজার,
রক্ত-হস্তে বাঁধিব কবরী।
আজি হতে মুক্ত বেণী মোর।

(প্রস্থানোদ্যত, বাধা দিয়া মান্দারের প্রবেশ)

মান্দার··· এখনো পুরুষ-শূন্য
হয়নি তো পাদপ-সমাজ !
দেহ পদধুলি, আর—
শাণিত ছুরিকা,
তপ্ত-রক্ত এনে দেব কবরী বাঁধিতে।

বন্যা··· পারিবে ?

মান্দার··· নিশ্চয় পারিব।

বন্যা··· যাও বীর !
ধন্য সেই বীরপুত্র জননীর কোলে—
প্রাণ দিতে পারে যেবা
রমণীর সম্মান রাখিতে।

(মান্দারের প্রস্থান)

কাপুরুষ দল !
মুখ ঢাকো বসন-অঞ্চলে।

(বন্যা যাইতেছেন)

আশু… ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!
বল দেখি সত্য কথা
হৈমন্তী আমার—

বন্যা… (ফিরিয়া) হৈমন্তী তোমার?
নির্লজ্জ পুরুষ!
ব্রাহ্মণের পাঁতি বিনা বুঝিবেনা, বুঝি—
হৈমন্তী তোমার কি, না?
বুকে হাত রেখে আর একবার,
আপনারে জিজ্ঞাসো আপনি
হৈমন্তী তোমার কি, না?

(প্রস্থান)

আশু… বন্যা, বন্যা, দাঁড়াও দাঁড়াও—
অন্ধ আমি, দেখাইয়া দাও,
কা'কে জিজ্ঞাসা করিব?

(অনুসরণ)

নারিকেল…নাড়ী ধ'রে বুঝা যেত যদি রমণী কাহার,
তবে কেন হিজলের এ হেন দুর্গতি? বল?
ব্রাহ্মণের পাঁতি বিনা কিছু বুঝিবেনা।

বট… নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু ভায়া!
দেখিয়াছ কত তেজ? কথা শুনে—

অহিংসা

রক্ত যেন নেচে-নেচে ওঠে !

কিন্তু তা' থাকে না।

মন্ত্র-পূত অহিংস-শরীর যেন কচু-পাতা !

বারি-বিন্দু সম—

হিংসা তাতে ঢালো টুপ্ টুপ্—

পড়ে যাবে গড়ায়ে গড়ায়ে,

দাগটিও নাহি যাবে রেখে।

অহিংসা ! অহিংসা !

তৃতীয় অঙ্ক

(১ম দৃশ্য)

মালদহ—(আম্রবন)

চ্যূতবালাগণ গাহিতেছিল—

ওরে, শীতের হাওয়া !
আমের বনে,
মুকুল ফুটায়ে দে।
দুকুল ভাসায়ে, গন্ধে, পরাণ মাতায়ে
পাগল, ভ্রমর জুটায়ে নে।
কুয়াশাতে ঢেকে ঢেকে
আমের বনে লুকাল কে ?
তুমি কে ? তুমি কে ?
ওগো পান্থ ! তুমি কে ?
ঐ কোকিল কুহু, বকুল-ডালে,
তোরে, কি ভুল বুঝায়েছে।

(মান্দারের প্রবেশ ও বালিকাগণের প্রস্থান)

মান্দার··· তপ্ত রক্ত এনে দিব বাঁধিতে কবরী।
তেজস্বিনী আদর্শ-রমণী, মুক্ত-বেণী !
আছে মোর অপেক্ষায়।
পারিব, পারিব, নিশ্চয় পারিব।

(কচার প্রবেশ)

কচা··· পারিবে না। দিব না যাইতে তোমা
ঘৃণিত সে জল্লাদের কাজে।

মান্দার··· কে ? কে ? তুমি ? সরলা বালিকা !
ভেঙ্গে দিলে প্রতিজ্ঞা আমার ?

কচা··· (হাত ধরিয়া) কিসের প্রতিজ্ঞা ?

মান্দার··· জীবনে যে আমি কোন দিন
আসিব না দৃষ্টিপথে তব !
অলক্ষ্যেতে, শুধু অলক্ষ্যেতে—
দেখিব তোমারে।

কচা··· স্বার্থপর !
দেখিবে আমারে তুমি,
আমি তোমা পাবনা দেখিতে ?
কেড়ে নিয়ে দৃষ্টিশক্তি টুকু
অন্ধ সনে করিবে কৌতুক ?
বল, কোন্ অপরাধে ?

মান্দার··· কোন্ অপরাধে !

(বন্যার প্রবেশ)

বন্যা··· কোন্ অপরাধে ?
মনে পড়ে অভিযোগ তব
গণ্ডে সেই চুম্বনের জ্বালা ?

কচা··· দিদি, দিদি—

(বন্যার বক্ষলগ্ন হইল)

বন্যা··· যাও বৎস।
নিয়ে এস বীরের সম্মান।
পুরস্কার—স্বহস্তে পরায়ে দেব
অনাঘ্রাত এই দিব্য
কুসুমের মালা। যাও !

কচা··· দিদি।
কেন তুমি এমন নিষ্ঠুর ?
জাননা সুন্দর কত ভয়ঙ্কর !
হত্যাকারী তার—
আসিবেনা ফিরে কভু আর।

বন্যা··· কচা !
ভাগ্যবতী বলে তোরে জানিব সেদিন।
শুনিব যেদিন, প্রেমাস্পদ তোর,

মৃত বা জীবিত, আরোহণ করেছিল
বীরত্বের উচ্চ গিরি-শিরে,
নির্য্যাতিত রমণীর—
উদ্ধার-সাধন-কল্পে,
পাদপের ইতিহাসে অমরত্ব করিতে অর্জ্জন
ভগিনী! রমণী-অঞ্চল নহে
পুরুষের বীর্য্য কেড়ে নিতে!
ধন্য সেই বীরাঙ্গনা—
অঞ্চল দোলায়ে যেবা পুরুষের পুরুষার্থ
করিবে সার্থক! যাও বীর!

মান্দার··· পারিব, পারিব—প্রাণাধিক!
ভয় নাই, আসিব ফিরিয়া
ফাগুনের হোলি মেখে
সর্ব্বাঙ্গে আমার, দানবের উত্তপ্ত রুধিরে।

(বেগে প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

(২য় দৃশ্য)

সুন্দরবন—(নিকুঞ্জ-বিলাস)

হৈমন্তী গাহিতেছে—

জগদীশ ! জগদীশ !
আশীষ পেয়েছি তব চরণে, মরণে—
হাসি-ভরা মুখে ধরা দিতে।
মরণের আবরণে, লুকানো সে অভিসার
জীবনের—মধু ছড়াইতে।
জীবন বিকাশে ঐ মরণের পরপার
মরণ বিনাশে এই জীবনের অধিকার।
কেড়ে নিয়ে ফিরে দেওয়া
ফিরে দিয়ে কেড়ে নেওয়া
জীবন যাতনা—মরা-ভীতে।

(পাঁকুড়ের প্রবেশ)

পাঁকুড়··· নাতিনী !
আসিয়াছি বহু দূর হতে
বহু অন্বেষণে পেয়েছি সন্ধান তব ।

হৈমন্তী··· দিদি, দিদি, ভাল আছে সব ?

পাঁকুড়··· সব ভাল ।
বেশী কথা কহিব না আমি ।
শত্রুপুরী—অমানিশি ।
চারিদিকে ঘোর অন্ধকারে
ঘুরিতেছে ঘাতকের তীক্ষ্ণ খড়্গ !
শোন ভগ্নি—খুব সাবধান !
স্বামী তব আসিয়াছে এই বন স্থলে ।
ভগ্ন-যষ্টি আমি সঙ্গী তার ।
দেখা হবে রজনীর তৃতীয় প্রহরে
—কথাটি কবে না মুখে !
শুধু একবার দেখে যাবে তোমা ।
কিন্তু ভগ্নি ! খুব সাবধান ।
বৈধব্য তোমার থর থর কাঁপিতেছে
উচ্চ বৃক্ষ-শাখে পতনের ভয়ে ।

চলিলাম আমি—

খুব সাবধান, খুব সাবধান। (প্রস্থান)

হৈমন্তী গাহিলেন—

কেন, চোরের মত আস্‌বে তুমি

তোমার অধিকারে ?

শত্রু কোথায়, মৃত্যু যেথায়

ভয় করে তোমারে ?

আমার বুকের রক্তে ঘিরে

রাখ্‌বো তোমার পা-ছুটিরে

কাঁটার পরে নৃত্য করে—

বিঁধ্‌বে কাঁটা যারে।

কেন, লজ্জা এনে ঢাল্‌বে আমার

অভিমানের দ্বারে ?

দিনের আলো নিবিয়ে ফেলে

আঁধার ক'রে নাইবা এলে

প্রাণের দায়ে পা কাঁপায়ে

গোপন অভিসারে।

(ঘনায়মান অন্ধকারে আশু-বেশে সুন্দরের প্রবেশ ও আবেগ পূর্ণ বাহু-বিস্তারে ধীরে ধীরে হৈমন্তী অগ্রসর)

তৃতীয় অঙ্ক

(৩য় দৃশ্য)

সুন্দরবন প্রান্ত

—সুন্দর চিন্তিত ও অনুতপ্ত ভাবে,
উদ্বিগ্ন হৃদয়ে পরিভ্রমণ করিতেছেন—

সুন্দর··· উঃ, কি করেছি !
কি করেছি আমি !
জগতের ইতিহাস !
এত বড় পশুর চরিত্র
অঙ্কে তব পেয়েছে কি স্থান ?
না, না, কেহ জানিবে না।
বলিব না, বলিব না,
শুনিবে না কেহ ! কিন্তু—
স্বপ্নে যদি বলে ফেলি ?
সেই ভাল, ভুলে যাব।
কই ? কিছু না—
সব মিছে কথা। (চিন্তিত ভাবে ভ্রমণ)

কিন্তু, পারিনা ভুলিতে।
এত বড় পাষণ্ডের বুক
তাও কেঁপে ওঠে?
কে?···(পাঁকুড়ের প্রবেশ)

(ক্ষিপ্তভাবে পাঁকুড়ের চুলের মুঠি ধরিল)

শুনেছিস্ কিছু? আমি যা' বলেছি?

পাঁকুড়··· মের না, মের না—
যা' বলেছ সবি তো শুনেছি!

সুন্দর··· কে? পাঁকুড়? ভুল হয়ে গেছে।
আমি ভাবিয়াছি—আশু বুঝি আসিয়াছে!

পাঁকুড়··· কোথা আশু! সে তো, কিছু নাহি জানে।
এত সঙ্গোপনে—পালিয়াছি আজ্ঞা তব।
এই বুঝি পুরস্কার, রাজা?

সুন্দর··· পুরস্কার? হ্যাঁ, দিতে হবে।
হিজল!

(হিজলের প্রবেশ)

বেঁধে ফেলো রমণীর মুখ।

পাঁকুড়··· কেন, কেন, কি করেছি আমি
আমি তো—

সুন্দর··· (বাধা দিয়া) শীঘ্র বাঁধো। বন্ধ কর কথা।

যাও, নিয়ে যাও।
জীবন্ত কবর! অতি শীঘ্র! শোন!
ঐ রাঙা সূর্য্য অস্তগামী,
যেন তাহা দেখে যেতে পারে।
যাও—

(পাকুড় কাঁপিতে কাঁপিতে হিজলের সঙ্গে গেল)

আমি ছাড়া কে জেনেছে আর?
হৈমন্তা? হাঃ হাঃ হাঃ—
হৈমন্তী জানেনি। কোথা আশু?
কি ভীষণ অমানিশি কেটে গেছে কাল।
চন্দ্রদেব ছিল না আকাশে,
সেও কিছু দেখিতে পারেনি।
আজ প্রতিপদ!
প্রতিপদে কেন তবু বৃশ্চিক দংশন!
কেন এত গাত্র-দাহ—উঃ
ভুলে যাব—সব ভুলে যাব—
একবার অবগাহি, সমুদ্র-সলিলে—

তৃতীয় অঙ্ক

(৪র্থ দৃশ্য)

সুন্দরবন (নিকুঞ্জ-বিলাস)

(হৈমন্তী বিষন্ন মনে উপবিষ্টা)

সুন্দর··· হৈমন্তী !
ভাবিতেছ প্রাণহীন আমি।
কিন্তু যদি, বলি একবার—
"মুক্ত তুমি অহিংস রমণী"—
কৃতজ্ঞতা ভরা দুটি সলজ্জ নয়ন
জলে ভ'রে উঠিবে নিশ্চয়, না ?

হৈমন্তী··· মুক্তি দেবে ? তুমি ? কা'কে ?
মুর্খ ! ভেবে দেখো বন্দী তুমি মোর !
মুক্তি তুমি পাবে সেই দিন—
যেদিন দেখিব তোমা, নতজানু—সজল নয়নে
ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিছ কাতরে, তার কাছে—
অপমান করিয়াছ যার।

সুন্দর··· অপমান করিয়াছি কার ?

হৈমন্তী··· স্বামী-দেবতার মম।
চুরি ক'রে এনেছিস্ মোরে
করি তা'র গৃহ কলঙ্কিত।

সুন্দর··· করি নাই তব অপমান ?

হৈমন্তী··· কিসে ?
ভেবে দেখ্—কোন দিনও পারিলি কি
চোখে চোখে চাহিতে আমার ?
উদ্ধত সন্তান !
আমি তোরে স্নেহময়ী জননীর মত
স্তন্য-দানে প্রতিশোধ লব অপমানে !

সুন্দর··· (সহসা বিকট চিৎকারে)
হিজল ! ভূমিকম্প ! না, না।
হৈমন্তী ! হৈমন্তী !
বুঝিলাম, সত্য কথা—
বন্দী আমি নিজ কারাগারে।
কিন্তু, মুক্তি মোরে দেবে—কত দিনে ?
কত দিনে ? বল ? বলিবে না—উঃ
(প্রস্থান)

হৈমন্তী··· সহ্য কর আরো কিছু দিন,
অনুতাপ বৃশ্চিক-দংশন !

দুর্ব্বৃত্ত নারকী ! মনে পড়ে—
কি সুখের সংসার পাতানো !
স্বামী-পুত্র নিয়ে,
মুখরিত আনন্দের কোলাহলে
ক্ষুদ্র সেই পল্লীর কুটির।
ষড়ঋতু সমভাবে সম্মান করিত মোরে
ভক্তিপূর্ণ করস্পর্শে চরণে আমার।
উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে মোর কানন-সভাতে
বিহগের কলরব—কুসুমের হাসি,
শ্যামাঞ্চল প্রান্তে মোর নাচিত উল্লাসে
কমকান্তি কত শিশু সরল, সুন্দর !
নাচিত আনন্দে এই পীন পয়োধর।
আজ আমি—
শ্বাপদ-সঙ্কুল এই বিজন বিপিনে
ভাসিতেছি তিক্ত আঁখি জলে।
উঃ—কত দিন !

(শালের প্রবেশ)

শাল… হৈমন্তী ! এস—এস সঙ্গে মোর
নিয়ে যাব তোমা সেই পল্লীর কুটিরে
অতি সঙ্গোপনে—

হৈমন্তী · চোরের মতন ?
কে তুমি হে সহৃদয় অযাচিত বন্ধু মম ?
প্রত্যাহার কর অনুগ্রহ।

শাল··· যাবে না ? যাবে না ?
জান না সুন্দর কত বড় ভয়ঙ্কর।
(মান্দার পেছন হইতে ছুরি মারিল)
উঃ উঃ কে, কে ?
(পতন)

মান্দার··· দেবি ! মুক্ত তুমি—চল, শীঘ্র চল।

হৈমন্তী··· কে তুমি যুবক ?
হত্যাকারী মুক্তিদাতা মোর ?
কলঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গ তোমার—
নির্দ্দোষীর শীতল শোণিতে !

মান্দার··· নির্দ্দোষী ! নির্দ্দোষী ?
যে তোমারে পতি-পুত্র-হারা করি
ভীষণ অরণ্যে—
করিতেছে পৈশাচিক নির্য্যাতন—

সুন্দর··· (মান্দারের হাত ধরিয়া)
পার নাই তুমি তার কেশাগ্র স্পর্শিতে।
তথাপি, হে আততায়ী যুবা !

হাত ধরি তব—
অন্তরীক্ষ হ'তে সেই বিশ্ব-নিয়ামক
শাস্তি দেছে প্রকৃত দোষীরে।
শাল ! যাও ভাই—পথিপ্রদর্শক তুমি,
নরকের সহযাত্রী তব—
আসিতেছে পেছনে পেছনে।
বীর যুবা ! হত্যাকারী তুমি।
রাজা আমি—
বক্ষে মোর চিতা-বহ্নি জ্বালা
এস, শাস্তি নিতে হবে। (আলিঙ্গন)
এত উষ্ণ বক্ষ-রক্ত দেখেছ কোথাও ?
দেখ নাই—হিজল !
হত্যাকারী এই যুবা।
বন্দী কর—নিয়ে যাও—
(হিজল মান্দারকে লইয়া চলিয়া গেল)
প্রতিদিন একবার, মাত্র একবার
দগ্ধ হবে তুমি এই জ্বলন্ত চিতায় !
(প্রস্থান)

হৈমন্তী··· স্বামী, হৃদয়-দেবতা ! এত নীচ তুমি ?
অহিংসার উপাসক ! ঘাতকের গুপ্ত খড়্গে

৭

অহিংসা

চাহ তুমি পত্নীর উদ্ধার ?
এসেছিলে একদিন গভীর নিশীথে
শয্যাপার্শ্বে মম—যেন চোরের মতন !
পায়ে ধরি কাঁদিলাম কত—
কহিলাম—"প্রাণেশ্বর ! জীবনসর্ব্বস্ব !
কেন ফিরে যাব ঘরে চোরের মতন ?
এস অন্য দিন, সঙ্গে মোরে নিয়ে যেতে
উন্নত মস্তকে—এই দীপ্ত দিবালোকে।"
অহিংসা-সাধক !
পারিলে না বুঝি, প্রাণ-ভয়ে ?
একি লজ্জা, একি অপমান,
পাঠায়েছ ঘাতকের ছুরি—
উপহার দিতে বক্ষে মোর ?

চতুর্থ অঙ্ক

(১ম দৃশ্য)

হিমালয় ক্রোড়ে

সরোবর মধ্যে আবক্ষ নিমজ্জিত দেবদারু

পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয়।

সরোবরের প্রস্ফুটিত পদ্মের মধ্য হইতে গান হইতেছে)

শান্ত সরোবরে পূত কলেবর

দেবদারু, দেবদারু,

দেবদারু তুমি হে !

নবোদিত সূর্য্য-কিরণ-সমুজ্জ্বল

উদ্ভাসিত স্মিত বদন-মণ্ডল।

মহিমা-মণ্ডিত ধীর-অচঞ্চল

দেহ চারু, দেহ চারু,

দেবদারু তুমি হে !

জ্ঞান-গম্ভীর মৌনী মহাপ্রাণ

পুলকে বিস্ময়ে তোমারি গুণগান

জগত-জন-মন করিছে অবধান

দেহ চারু, দেহ চারু,

দেবদারু তুমি হে !

চতুর্থ অঙ্ক

(২য় দৃশ্য)

সুন্দরবন প্রান্ত

—হৈমন্তী বিষন্ন মনে উপবিষ্টা—

(আশুর প্রবেশ

আশু··· হৈমন্তী ! হৈমন্তী !

হৈমন্তী··· কে ? তুমি ? তুমি ?
আজি পুণ কোন্ মূর্ত্তি করিয়া গ্রহণ
আসিয়াছ নাথ !

আশু··· হৈমন্তী, কিবা অর্থ তার ?

হৈমন্তী··· এক দিন এসেছিলে গভীর নিশীথে
অপরাধী চোরের মতন।
তারপর আর এক দিন—
প্রতিনিধি তব করে গেছে দস্যুবৃত্তি !
কলঙ্কিত গণ্ডে মোর
এখনো জাগিছে—সেই—
নির্দ্দোষীর শীতল শোণিত !

আজি পুণ কোন্ কীর্ত্তি রাখিতে ভূতলে,
অবতীর্ণ এই বন-স্থলে—
হে মহান্ অহিংস পাদপ ?

আশু… হৈমন্তী ! প্রাণাধিক !
উপহাস ক'রনা আমারে।
দগ্ধ আমি ঘোর অনুতাপে।
আসি নাই, এক দিনও আসি নাই,
কেন জান ? মিথ্যা অভিমানে—
নহে মৃত্যু ভয়ে।
শুনিয়াছি ব্রাহ্মণের মুখে
স্বেচ্ছায় এসেছ তুমি দেখিতে সুন্দরে
—কুৎসিৎ বিকৃত অর্থে।
শুধু সে কারণে, ক্ষুব্ধ অভিমানে,
আসিতে পারিনি আমি।
ক্ষমা কর মোরে।

হৈমন্তী… কোথা ছিল অভিমান
গভীর নিশীথে সেই তৃতীয় প্রহরে ?
জগতের কোন প্রাণী ছিলনা জাগিয়া
শুধু আমি ছাড়া !
চুপি চুপি কাঁপিতে কাঁপিতে

দীন হীন চোরের মতন
এসেছিলে শয্যাপার্শ্বে মোর
বক্ষলগ্ন, উপাধান-বাহুবল্লী শিরে,
কে যাপিল সুঁচিভেদ্য ঘোর অমানিশি ?

আশু… উঃ মস্তিষ্কের বিকার-লক্ষণ :

হৈমন্তী… বিকার-লক্ষণ ! কাহার ?
মিথ্যাবাদী—আস নাই তুমি ?

আশু… আসিয়াছি।
শান্ত হও—হৈমন্তী ! আমি অপরাধী।
গিয়াছে কাটিয়া এক সুদীর্ঘ বৎসর
জানি আমি—তব ধ্যান-জ্ঞান,
বুঝি আমি—মম অদর্শনে
অন্ধকার, নয়নে তোমার।
কিন্তু চিনি তোমা—
আদর্শ রমণী তুমি পাদপ-সমাজে
অহিংসার মূর্ত্তি অচঞ্চলা।
বসুন্ধরা তুমি সহ্যগুণে
প্রতিজ্ঞায় হিমাদ্রি অচল !
স্বাধীনা, সে দৃঢ়তায় ইচ্ছা-অনিচ্ছার।
হৈমন্তী ! হৈমন্তী !

কি ভুল বুঝালো মোরে কুটীল ব্রাহ্মণ !
মৃত্যু যার করজোড়ে আজ্ঞা অপেক্ষায়
বুঝি নাই—বুঝি নাই—
কেমনে সম্ভব—সেই হৈমন্তী-হরণ !

হৈমন্তী··· থাক্, থাক্। হৈমন্তী-হরণ পর্ব্ব—
শোনা যাবে পরে, আগে কহ—
কেন এসেছিলে তুমি চোরের মতন
মম শয্যাপার্শ্বে সেই গভীর নিশীথে ?

আশু··· হৈমন্তী ! তুমি পত্নী যার—
উন্নত-মস্তকে এই দীপ্ত দিবালোকে
লজ্জা কি তাহার ?
গভীর নিশীথে মম কিবা প্রয়োজন ?
অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা কর মোরে।
আসিতে পারিনি আমি—
কোনো দিনও তব সন্নিধানে
শুধু ভ্রান্তি-বশে !
দুষ্টবুদ্ধি ব্রাহ্মণের বিকৃত ব্যাখ্যায়।

হৈমন্তী··· আসিতে পারনি—তুমি—
জীবন সর্ব্বস্ব মোর !

তবে ফিরে যাও—আসিও না আর।
আজি এই শেষ দেখা জনমের মত।
(বেগে প্রস্থান)

আশু··· হৈমন্তী, হৈমন্তী—
(অনুসরণ)

চতুর্থ অঙ্ক

(৩য় দৃশ্য)

সুন্দরবনের অপর প্রান্ত

মান্দার··· কচা, কচা !
আসিয়াছ যদি, খুলে দাও—
খুলে দাও বন্ধন আমার।

কচা··· কর সে প্রতিজ্ঞা,
ফেলে দাও শাণিত ছুরিকা। বল—
এ জীবনে তুমি আর—
করিবে না ঘৃণিত সে হত্যা অপরাধ !

মান্দার··· তবে যাও—বন্দী আমি রব ততদিন
যতদিন বর্ণে বর্ণে পূর্ণ নাহি হবে
প্রতিজ্ঞা আমার। যাও।

কচা··· কেন যাব ? নিয়ে যাব তোমা।
অহিংস পাদপ তুমি,
হিংসা-বৃত্তি পাতিত্য তোমার।
কেমনে বহিব আমি—

ধর্ম্মভ্রষ্ট, অভিশপ্ত জীবনের ভার ?
আমি সহধর্ম্মিণী তোমার
পায়ে ধরি রক্ষা কর মোরে।

মান্দার··· কেহ নহ তুমি মোর।
সত্য-ভঙ্গ মহাপাপে ডুবাতে আমারে
আসিয়াছ তুমি কুহকিনী।

কচ··· আমি কুহকিনী ? কেহ নহি তব ?
মান্দার! মনে পড়ে—
সেই স্নিগ্ধ বাসন্তী উষায়
হাত দুটি ধরি' মোর প্রণয়-প্রার্থনা ?
শঙ্কিত ললাটে ক্ষিপ্ত সহস্র চুম্বন !
কম্পিত অধর বাক্যস্ফূর্ত্তি ছিলনা আমার।
কিন্তু চেয়ে দেখ—
আজি আমি মুখরা রমণী
বক্ষে নিয়ে প্রতিদান চুম্বন-পিপাসা !
ঘুরিতেছি পেছনে তোমার।
অদৃষ্টের পরিহাসে—লজ্জিতা রমণী।
মান্দার ! মান্দার !
খুলে দেব বন্ধন তোমার
কিন্তু, পরিচয় দিতে হবে—

কত বড় হত্যাকারী তুমি !
রমণী-ঘাতক-চিহ্ন কপালে আঁকিয়া
জীবনের হত্যাব্রত কর উদ্‌যাপন।
(হাত ধরিয়া) বল—পারিবে ?

মান্দার··· একি দৃঢ় করস্পর্শ !
বালিকা ! বালিকা !
এত জ্যোতির্ম্ময়ী তুমি ? এত তেজস্বিনী !
দেখিয়াছি সেই একদিন—
সরল সুন্দর দৃষ্টি আবিলতাভরা
হাস্যময়ী জ্যোছনার মত।
আর আজ—
একি দীপ্তি ! একি উত্তেজনা !
ঘুরিতেছে রক্তচক্ষু, জ্বালাময়ী রুদ্র-দৃষ্টিভরা,
স্তব্ধ মম ধমনীতে শোণিত-প্রবাহ।
কে তুমি রমণী ?
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর অপরাধ মোর।

কচা··· বল তবে ধর্ম্ম সাক্ষী করি—
সুখে দুঃখে আমি তব জীবন-সঙ্গিনী,
নহ তুমি ঘৃণিত জল্লাদ—

(সুন্দরের প্রবেশ)

সুন্দর··· না, না, না·।
দ্বিতীয় প্রস্তাবে তব
আছে মম তীব্র প্রতিবাদ।
সুন্দরী বালিকা! জীবনসঙ্গিনী তুমি তার,
কিন্তু সে আমার দুর্ব্বহ-জীবনে
একমাত্র মুক্তিদাতা!
তাই তারে রেখেছি বাঁধিয়া
কেড়ে নিতে দিব না তোমারে।
মুক্তি চাই—আজ নহে—আরো দুটি দিন
প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা আমার।

কচা··· কে তুমি?

সুন্দর··· চেন না আমারে?
নির্ব্বোধ বালিকা, চক্ষু ঢেকে ফেলো।
আজিও পাদপ-কুলে কে আছে এমন—
কুললক্ষ্মী, স্বামী-সোহাগিনী,
শিহরিয়া উঠিবে না দেখিলে সুন্দরে?

কচা··· তুমি? সুন্দর? দুর্ব্বুদ্ধি-পাদপ!
কেন এত অত্যাচারী তুমি?
হিংসা-বুদ্ধি করিয়া আশ্রয়

বিপ্লব বাধিয়ে দেছ—
ধর্ম্মপ্রাণ অহিংস সমাজে।

সুন্দর··· মিথ্যা কথা।
অহিংস কে আছে এই পাদপ-সমাজে?
কেউ নাই—ভণ্ড তা'রা—
মিথ্যাবাদী তা'রা।

কচা··· বন্দিনী তোমার? সেই সতী-শিরোমণি—
অহিংসার প্রতিমূর্ত্তি!
কেন তারে করিতেছ এত নির্য্যাতন?

সুন্দর··· জান না বালিকা—নির্য্যাতিত আমি
—তার অহিংসার নির্ম্মম পেষণে!
কে বলে সে অহিংস রমণী?
হিংসা তার প্রতি রক্তকণা।
দেখ দেখি কত বড় ঘোর অত্যাচারী!
মরিতে দেবে না মোরে!
দৃষ্টি তার জাগ্রত প্রহরী
জীবিত রাখিতে এই দুর্ব্বহ জীবন!
মৃত্যু মোর রহে বহুদূরে,
শুধু তার রক্ত-চক্ষু শাসনের ভয়ে।
ভাব দেখি—সরলা বালিকা!

অহিংসার হিংসা কত বড় !
নিষ্ঠুর রমণী, চাহে মোর মৃত্যু তিলে তিলে.
মরিতে দেবে না মোরে সহজ মরণ !
এই বুঝি অহিংসা তাহার ?

কচা··· কেন তারে রেখেছ বাঁধিয়া ?

সুন্দর··· রেখেছি বাঁধিয়া ?
ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি—
রেখেছি বাঁধিয়া ? বন্দী আমি তার।
কে বলে সে বন্দিনী আমার ?
মিথ্যা কথা !
চল সঙ্গে মোর, দেখে যাও—
কত বড় স্বচ্ছন্দগামিনী !
প্রতি ক্ষুদ্র পাদ-ক্ষেপে তা'র
বন-প্রান্ত উঠিতেছে কাঁপি !
অতি ক্ষুদ্র নিশ্বাসের গতি—
রচিতেছে ঝটিকার প্রবল প্রবাহ
—উত্তাল তরঙ্গ নাচে সাগরের জলে !
নতজানু কত কাঁদিয়াছি
অনুরোধ করিয়াছি কত আঁখি-জলে

ঘরে ফিরে যেতে। কিন্তু—
সে যাবে না ! যাবে না !

কচা··· বুঝিয়াছি—অনুতপ্ত তুমি।
পাদপের ক্ষমা শ্রেষ্ঠ-গুণ
কেন না-করিবে ক্ষমা—
হৈমন্তী তোমারে ?

সুন্দর··· এস, এস, সরলা বালিকা,
সঙ্গে এস হে বীর যুবক !
দেখে যাও নির্য্যাতন কত ভয়ঙ্কর !
ক্ষমা নাই—ক্ষমা নাই—
শুধু নির্য্যাতন ! দেখে যাও
কত হিংসা অহিংসার বুকে !
এস, এস, দেখে যাও।

(প্রস্থান)

কচা··· দেখিতেছ হিংসুকের শেষ পরিণাম ?
কি ভীষণ অনুতাপ—বৃশ্চিকদংশন।
কে কাহারে শাস্তি দিতে পারে ?
শাসকের দাম্ভিকতা, মিথ্যা অভিমান—
কলঙ্কিত হত্যা অপরাধে।
আত্মহত্যা শাস্তি হিংসুকের।

ফেলে দাও জল্লাদের ছুরি।

মান্দার! মান্দার!

বক্ষে তব দাও মোরে স্থান।

(বক্ষলগ্ন হইল

চতুর্থ অঙ্ক

(৪র্থ দৃশ্য)

সুন্দরবন—নিকুঞ্জ-বিলাস

(প্রজ্জ্বলিত চিতার সম্মুখে হৈমন্তী)

হৈমন্তী·· সর্ব্বভূক্ ! সর্ব্বভূক্ !
দেখা যাবে কৃতিত্ব তোমার।
কত অস্থি, কত চর্ম্ম,
রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা কত
যুগে যুগে করেছ ভক্ষণ !
কিন্তু, পারিবে কি ?
ঘৃণিত এ অপবিত্র দেহপিণ্ড মোর—
অতি উগ্র দুর্গন্ধে যাহার,
রুদ্ধ মম নাসারন্ধ্রে নিশ্বাসের গতি !
মনে হয় যেন—
সহসা এসেছি এক নির্ব্বাত প্রদেশে !
উঃ উঃ প্রাণ যায়।
সর্ব্বভূক্ !

(সহসা আশু পেছন হইতে ধরিলেন)

হৈমন্তী··· বহুবার করেছি নিষেধ, ছুঁওনা আমারে।
শুনিবে না ? ·মরণের যাতনা বাড়াতে
শত্রু তুমি মোর !
ছুটিতেছ কেন মিছে পেছনে পেছনে ?

আশু··· হৈমন্তী ! অপরাধ করেছি স্বীকার।
পায়ে ধরি' চাহিতেছি ক্ষমা—
তবু ফিরিবে না ?

হৈমন্তী· ছাড়িবে না তুমি।
শোন তবে—আশু !
আমি গর্ভবতী !

আশু·· (বিস্মিতভাবে পিছাইয়া)
তুমি গর্ভবতী ?
অসম্ভব—মিথ্যা কথা !

(সুন্দরের প্রবেশ)

সুন্দর··· মিথ্যা নহে—অতি সত্য কথা,
আমি সাক্ষী তার।
হাঃ, হাঃ, হাঃ, অহিংস রমণী !
মনে পড়ে—প্রতিবাদ তব মরণে আমার ?

(হৈমন্তী মূর্চ্ছিত)

আজি এই প্রতিশোধ তার।
রচিত এ চিতা তব মম আলিঙ্গনে
অপবিত্র হবে! অপবিত্র হবে!
কোথা পাবে পবিত্র আগুন?
মরিতে দেব না তোমা অহিংস-মরণ!
অগ্নিদেব! একমাত্র তুমি বন্ধু তার
এ জগতে সব শত্রু যার—

(অগ্নি-প্রবেশ—ধীরে ধীরে অগ্নিমধ্য হইতে সুন্দর
ও কচুরীর হাত ধরিয়া দেবদারু-র অভ্যুত্থান)

দেবদারু… সুন্দর! আজি তব পুনর্জন্ম।
হের ঐ জননী তোমার,
প্রসব-যাতনা-ক্লিষ্ট অবসন্ন দেহে
মূর্চ্ছিত ধুলায়।
সহোদর আত্মজ তোমার
হের এই ক্ষুদ্র শিশু! হিংসা-অবতার!
কচুরী বলিয়া হবে বিখ্যাত জগতে।
অনুরোধ ভুলিও না মম—
হিংস্রকের সে উদ্দাম আনন্দ-উৎসবে
করিও না যোগদান।
অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম!

উৎকৃষ্ট পাদপ, মানব নিকৃষ্ট জাতি
হিংসা-বুদ্ধি বশে।

সুন্দর··· সুপ্তোত্থিত আমি।
যেন কোন দুঃস্বপ্নের মস্তিষ্ক-প্রদাহ
—সদ্য মোরে ছেড়ে গেছে,
রেখে গেছে দেহে মনে—
ক্লান্তি অবসাদ। উঃ!
আচার্য্য! অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম
বুঝিয়াছি। কিন্তু মনে হয়—
স্বপ্নে যেন দেখিয়াছি কোথা
অতি তীব্র হিংসা-বিষ
লুক্কায়িত আছে, দিব্য অহিংসার বুকে।

দেবদারু··· নহে অসম্ভব।
অন্য দিকে ইহাও সম্ভব—
অহিংসা লুকানো আছে হিংসা-আবরণে
হিংসা ও অহিংসা মাঝে
নাহি কোন ব্যবধান সরল-রৈখিক।
মানব সমাজে,
দেখিয়াছি কোন নারী
—ঘোম্‌টা পরা মুখ, কিন্তু লজ্জাহীনা।

অন্যদিকে চেয়ে দেখ—
লজ্জাশীলা নারী, অনাবৃত সলজ্জ নয়ন !
অতএব বুঝে দেখ—
লজ্জাশীলা, লজ্জাহীনা মাঝে
ঘোমটা শুধু ফাঁকি !
হিংসা নহে সুতীক্ষ্ণ সে অস্ত্রের ফলক
—বিজ্ঞ চিকিৎসক যাহা করে ব্যবহার
নির্ম্মম নিষ্ঠুর ভাবে—কিন্তু, লক্ষ্য রাখি'
রোগীর যাতনা-উপশমে।
দেহত্যাগ নিত্যধর্ম্ম, অনিত্য এ দেহ।
মরিতে যে পারে নিজে হাসিতে হাসিতে
সেই শুধু চিনে অহিংসারে।
মৃত্যু-ভয় হিংসার আশ্রয় !
বেঁচে-থাকা-সাধ নিয়ে ঘুরিছে হিংসুক
মরি' পদে পদে।
এস আশু ! সঙ্গে মম—
সরোবর-কুলে। জগদীশ !

(উভয়ের প্রস্থান)

সুন্দর··· জননী আমার, মূর্চ্ছিত ধুলায় !
মা, মা, মা—

(সুমুখে যাইয়া দেখিয়া চমকিতভাবে
ভয়ে ও বিস্ময়ে পিছাইলেন)
স্বপ্নে ! দেখিয়াছি—
জগদীশ !

(প্রস্থান)

হৈমন্তী··· (বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিয়া)
কি দুঃস্বপ্ন !
জননী হইয়া আমি সন্তানঘাতিনী ?
দুগ্ধদানে কাপ্যর্ণ আমার ?
(কচুরীর প্রতি)
এস, এস, বুকে এস মোর।
কে—কি বলে ? মিছে কথা।
আমি তোমা নির্জ্জনে একাকী
রক্তে মাংসে গড়িয়াছি—সন্তান আমার !
ভাল যদি না বাসিব তোমা—
কেন মম বক্ষে এত দুগ্ধের সঞ্চার ?
কলঙ্কিনী আমি ? তুমি জারজ-সন্তান ?
জননীর তা'তে বল কিবা আসে যায় ?
এস দেখি সমাজের যত নিন্দাকারী
দুর্নীতি-বিরোধী যত নীতি-বিশারদ !

শতহস্তে চেপে ধর বক্ষদেশ মোর
পার কিনা দেখ দেখি—
করিতে বারণ—জননীর স্তন্য-উৎসে !
উৎসারিত পূত স্নেহ-ধারা—
শুভ্র এই মন্দাকিনী পবিত্র-প্রবাহ
শুকাবে কি শত-জিহ্ব কলঙ্কের ভয়ে ?
মা মা বলে ডাকিলে সন্তান—
ছুটে যাবে দুগ্ধধারা সন্তানের মুখে
জননীর বক্ষ ছিঁড়ে ! সন্তান, সন্তান !
আর জননী, জননী ।

পঞ্চম অঙ্ক

(১ম দৃশ্য)

কলিকাতা—ইডেনগার্ডেন। বসন্তোৎসব।

চামেলী ও ফুলবালাগণ—গাহিতেছে—

ফুলবালাগণ…

ওলো—চামেলী, চামেলী!
আঁখি দু'টি না মেলি,
কাহার ধেয়ানে নিমগনা ?
চুপি চুপি এসে তোর দুয়ারে দাঁড়াল সে-
ডেকেনে, তারে, ডেকেনে।
দুয়ার খুলিয়া দেখেনে
—মিছে কথা আর বলিবনা।

চামেলী… খুলিব না, খুলিব না আঁখি
আঁখিতে রেখেছি তারে আঁকি!
বাহিরে দেখিব যারে,
ফাঁকি দেবে সে আমারে
ভিতরে তো নাহি বঞ্চনা।

(বসন্তের প্রবেশ

বসন্ত··· তুমি, নয়ন মেলি' চাও চামেলী।
চাও চামেলী, চাও চামেলী।
নয়ন তোমার সঙ্গে রবে—
আমায় ফিরে যেতেই হবে,
ও চামেলী ! তোমায় ফেলি।

চামেলী··· যাও, যাও, যাও—
ডাকছে তোমায়,
কেঁদে কেঁদে, চাঁপা-বেলি।

বসন্ত··· তবে, যাই নিয়ে যাই মলয়ারে
যার পরশে গরব তোমার—
নিয়েই যাব সঙ্গে তারে।
সঙ্গে যাবে কোকিল কালো
এমন সোহাগ চাঁদের আলো
ঘুরবো না আর দ্বারে দ্বারে।

ফুলবালাগণ···
তুমি যেওনা, যেওনা, যেওনা হে—
—হে বসন্ত !

চামেলী··· আমায়, কাঙাল করে যাবে যদি
কাঁদব আমি নিরবধি।

অন্ধ হলে ভালই হবে সখা।
অন্তরে মোর চির বসন্ত
বাহিরে গ্রীষ্ম বরষা!
আমি ভিজে যাই,
রোদে পুড়ে যাই—
তবু পাইনি তো তব দরশা?

ফুলবালাগণ…

মোরা, অন্তরে তোমা ভাল বাসিহে
—হে বসন্ত!

চামেলী… পাখীর ডাকে চম্‌কে উঠি
যায় খুলে এই নয়ন দুটি
চেয়েই দেখি—দোয়েল ডাকে ডালে!
কোথায় তুমি? শরৎ হাসে—
হেমন্ত তার দাঁড়ায় পাশে,
গণ্ড আমার জ্বলে লাজের লালে!
আস্‌লে যেতে পার্‌বে না আর
যাও যদি— না আস্‌বে আবার
—দেখুক তোমায় খনেক, চাঁপা-বেলি।

বসন্ত… ফিরে আমায় যেতেই হবে—
ও চামেলী তোমায় ফেলি।

ফুলবালাগণ···

আজ, তোমায় ঘিরে রাখব মোরা হে

—হে বসন্ত !

পঞ্চম অঙ্ক

(২য় দৃশ্য)

মুর্শিদাবাদ—আজিমগঞ্জ

কচা··· আজি সখা বসন্ত-উৎসব !

ফুল্লহাসি কুসুমের বুকে।

কুমুদিনী খুলে ফেলি লজ্জা-আভরণ

অপলক চোখে চাহে চাঁদের বদনে

ওকি সখা ! কেন দীর্ঘ শ্বাস ?

মান্দার··· কচা ! প্রাণাধিক ! আজি এই শুভদিনে

কোথা বন্যা দিদি ?

ক্ষমা তো করেনি মোরে,

বাঁধেনি তো আজিও কুন্তল ?

কচা··· ক্ষমা তার প্রাণ।

বাহিরের কঠিনতা দিয়ে, ঢেকে রাখে—

ভিতরের স্নিগ্ধ কোমলতা।

আমি তারে ডেকে আনি—

দেখো সখা ! কি আনন্দ তার—

এই বসন্ত উৎসবে !

আমি নিজে বেঁধে দেব কুন্তল তাহার
সাজাইব ফুলরাণী।
(যাইতে উদ্যত হইয়া বন্যার সঙ্গে দেখা)
দিদি ! দিদি !
বাঁচিয়া থাকিবি বহুদিন।

বন্যা··· দুর্ভাগ্য আমার।

কচা··· কেন দিদি ?
সমীরণে সুখস্পর্শ বাসন্তী উষায়।
নব-পুষ্প-সমুদ্‌গম-উৎসব-বাসরে
কে না চাহে দীর্ঘ আয়ু ?

মান্দার··· (নতজানু হইয়া)
দেবি ! ক্ষমা কর মোরে।

বন্যা··· প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু হীনবীর্য্য যুবা !
জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য রমণী-অঞ্চল—
অপূর্ব্ব বীরত্ব তব—অপূর্ব্ব ! অপূর্ব্ব !
(মান্দার ধীরে ধীরে প্রস্থানোদ্যত)

কচা··· (হাত ধরিয়া) কোথা যাও ?

মান্দার··· কুহকিনী ! ছেড়েদে আমারে।

(প্রস্থান

কচা··· দিদি !

কিছু না বুঝিতে পারি উদ্দেশ্য তোমার।
চাহ কি এ বক্ষরক্ত ভগিনীর তব?
—বাঁধিতে করবী?
এত উগ্র তৃষ্ণা জাগে রমণীর বুকে
হত্যা লাগি? আর, তুমি বল—
ধর্ম্ম নাকি অহিংসা তোমার?

বন্যা··· ভেবে দেখ, স্নেহের ভগিনী!
সমুদ্র সমান তৃষ্ণা জাগে বক্ষে তব
কা'র লাগি? হত্যা, হত্যা,
শুধু হত্যা লাগি—
লালসার হাঁড়িকাঠে বাঁধিয়া পুরুষে
—আনন্দিত রমণী হৃদয়!

কচা··· দিদি! এত বড় শত্রু তুমি মোর?
—প্রাণহীন, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর।

(ক্রন্দন)

বন্যা··· (সস্নেহে) ভয় নাই বোন!
খুঁটাতে আবদ্ধ সে যে, কতদূরে যাবে?
ঘুরে ফিরে আসিবে আবার।
আমি শুধু দেখিব কৌতুক!
ভালবাসা? কতটুকু দিয়াছে মান্দার?

তোর তরে বুকভরা ভালবাসা মম—
অকৃত্রিম।

কচা... দিদি, সত্য বল—
সুন্দরের হৃদয়-শোণিত চাহ কিনা তুমি ?
আমি এনে দেব।

বন্যা··· আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র ভালবাসা !
উদ্দাম লালসা যবে জাগে বুকে তার—
সমগ্র সৃষ্টিরে ফেলি প্রলয়ের মুখে
খুঁজে নেবে আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ-রতনে
—অন্ধ সে রমণী ! অপরের বক্ষরক্ত ?
কিবা মূল্য তার ? অমূল্য এ পৃথিবীতে—
দয়িতের হাসি !
প্রেমিকের মুগ্ধ চাটু-ভাষা !
জগদীশ ! এ জগতে সার-সৃষ্টি
রমণীর-প্রাণ !—স্নেহের ভগিনী !
সুন্দরের হৃদয়-শোণিতে নাহি মোর
প্রয়োজন কিছু—পাই যদি—
অশ্রুসিক্ত হৃদয় তাহার !
পারিবে কি এনে দিতে ?

(সুন্দর ও মান্দারের প্রবেশ)

সুন্দর··· অবিরত তপ্ত অশ্রুসেকে—
ধৌত করিয়াছি হৃদয়ের অন্তস্তল।
দেবি! শুনিয়াছি আমি—
মম বক্ষ-রক্ত বিনিময়ে
ভদ্র এই সঙ্গীটি আমার
পাবে তার জীবনের লক্ষ্য ধ্রুব-তারা
জীবন-সঙ্গিনী। এত বড় প্রয়োজনে—
শোণিতের সার্থকতা, সৌভাগ্য আমার।
আসিয়াছি নিবেদন করিতে চরণে—

বন্ধ্যা··· বাঁধিলাম মুক্ত বেণী মোর। শোন বীর!
বক্ষরক্তে নাহি আর প্রয়োজন মম।
তুমি দস্যু! ছিঁড়ে নেছ হৃদপিণ্ড মোর
ফিরাইয়া দিতে পার?

সুন্দর··· আমি? জীবনে তো আর কোন দিন
—দেখিনি তোমারে আমি?
দস্যু আমি হতে পারি, কিন্তু—
ইহা অসম্ভব—মিথ্যা অভিযোগ তব!

কচা··· মিথ্যা নহে। আমি বলিতেছি—
ওঃ! এতদিনে বুঝিয়াছি,
—চিনিয়াছি দিদিরে আমার।

বন্যা— (হাসিয়া) কি বুঝিলে তুমি বুদ্ধিমতী?

কচা··· হিজল! হিজল!
হিজলেরে চাহ তুমি ফিরে!
তাই তুমি এত উন্মাদিনী!
—কি যে করো, কি যে বলো,
পারিনা বুঝিতে।

বন্যা··· আমি উন্মাদিনী? হিজলেরে—
চাহি ফিরে? কেঁদে কেঁদে পায়ে ধরে?
তোর মত—না? মান্দার! শোন—

(কচার হাত ধরিয়া মান্দারের হস্তে প্রদান).

জগদীশ!
সুখে রেখো দম্পতি-যুগলে।

(বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া প্রস্থান)

সুন্দর··· এ কোন্ রহস্য!

কচা··· রহস্য গভীর।
বৃক্ষরাজ! চেন কি হিজলে তুমি?

সুন্দর··· চিনি খুব চিনি—
সে আমার পরম সুহৃদ্!

কচা··· সে সুহৃদ্—হৃদ্‌পিণ্ড দিদির আমার।
বিবাহিত পত্নী তার এই বন্যা দেবী।

একদিন দিদি মোর—
পদাঘাতে ছিঁড়েছিল বিবাহ-বন্ধন !
বোঝেনি তখন—
এ বন্ধন ছিঁড়িতে চাহিলে
ফাঁসি এঁটে মরিবে রমণী।

(তিন্তিড়ীর প্রবেশ)

তিন্তিড়ী··· বন্ধন ছিঁড়িলে, যণ্ড ছুটে পুচ্ছ তুলে।
হেঁট মুখে শিঙ্ নেড়ে নেড়ে—
যা'কে তা'কে করে তাড়া !
দড়ি-ছেঁড়া গাভীগুলি—তত—
পারে না ছুটিতে। স্বস্থানে দাঁড়ায়ে
শুধু লম্ফ-ঝম্প করে। পরিশেষে—
লতাপাতা পায়ে জড়াইয়া—
শুয়ে পড়ে টান্-টান্ !

সুন্দর··· কে আপনি ?

তিন্তিড়ী··· আমি কেহ নই।
শুধু দেখে যাই জগতের হাব-ভাব।
আপনার কাছে মোর আছে কিছু প্রয়োজন,
অতীব গোপনে।

দম্পতি-যুগল! আপনারা যদি—

(কচা ও মান্দারের প্রস্থান)

শুনুন তা হ'লে—পূর্ব্বাভাষ বলি কিছু।
আমি দীন, হিজলের প্রতিবেশী।
একদিন হিজলে-বন্যায় বাধিল তুমুল দ্বন্দ্ব!
—সম্মুখে আমার।
ছুটিলেন দড়ি ছিঁড়ে দুদিকে দু'জন।
মাঝখানে আমি করি কত টানাটানি
পারিনি ফিরাতে কারো।
তারপর, শুনিলাম রিপুদ্বয় নাকি—
দিগ্বিজয়ী দুজনের স্কন্ধে চাপিয়াছে,
মহাশয় নিজে একজন। আর একজন
আশুর ঘরণী। ফল তার—
অশ্বডিম্ব জারজ-সন্তান!

সুন্দর··· আপনার কিবা প্রয়োজন?

তিন্তিড়ী··· প্রয়োজন—আলোচনা!
আলোচনা ভাল কাজ। মাথা সাফ্ করে।
বুদ্ধির ডগাটি ধরি আলোচনা-শিলে
যত ঘসা যাবে, বুদ্ধি তত সূক্ষ্ম হবে
—তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার!

সুন্দর··· উদ্দেশ্য-বিহীন এ কি বাক্যের ফোয়ারা !

তিন্তিড়ী··· উদ্দেশ্য যা' আগে ঠিক থাকে—
বিধেয়ের ফলে তাহা উলটিয়া যায়।
ধরুণ উদ্দেশ্য ছিল পাদপ-উদ্ধার !
হৈমন্তী-হরণ ছিল বিধেয় সেখানে।
কালে দেখা গেল—
ফল দেখে অশ্বডিম্ব জারজ-সন্তান,
উদ্দেশ্যই ছিল খাঁটি, হৈমন্তী হরণ—
আর বংশ-সংরক্ষণ !
কি বলেন ?—

সুন্দর··· কিছু বলিব না। নাহি কোন প্রয়োজন
আপনার সাথে। (প্রস্থান)

তিন্তিড়ী··· শুনুন, শুনুন, আরো কথা আছে।
কি আশ্চর্য্য ! মন-রাখা মিঠে কথা ছাড়া
এ জগতে কেহ, শুনিতে চাহে না—
ঝুটো খাঁটি কথা-কথা।
শ্রোতা যদি ভাল নাহি হয়—
আলোচনা, গাহনা, বাজনা,
কিছু নাহি লাগে। ছিঃ—

পঞ্চম অঙ্ক

(৩য় দৃশ্য)

যশোহর—মল্লিকপুর-মাঠ

(কচুরী, ধান্যশিশুগণকে তাড়াইয়া লইয়া গেল সকলে পালাইল—খেয়ালীকে ধরিয়া ফেলিল।)

খেয়ালী··· মেরনা, মেরনা ভাই !

মরে যাব—উঃ

কচুরী··· জননী আমার !

বুক থেকে তার, কেন দুধ খেলি ? বল ?

(গলা টিপিয়া ধরিল)

খেয়ালী···উঃ মাগো ! আর তো বাঁচি না—

ওঃ মা !—(পতন)

(বন্যা ছুটিয়া আসিলেন)

বন্যা ·· এ কি ! খেয়ালী ! খেয়ালী !

মরে গেছে ? ফেলেছিস্ মেরে ?

কে তুই ? কেনবা মারিলি ?—

কচুরী··· তুই কে ?

বন্যা… বাঃ রে! এতটুকু শিশু!
এতখানি দুর্ব্বিনীত—এত অত্যাচারী!
দেখিনি তো কোন দিন পাদপ-সমাজে—
কে এই রাক্ষস?

কচুরী… চোপরাও—জিব ছিঁড়ে নেব।
আচ্ছা—দেখা যাবে—(প্রস্থান)

বন্যা… বটে? (ধীরে ধীরে খেয়ালীকে কোলে)
খেয়ালী! খেয়ালী! শেষ হয়ে গেল?
—নেচে নেচে গান গাওয়া?
(শাকী ছুটিয়া আসিল)

শাকী… মা, মা, রক্ষা কর, রক্ষা কর।
গলা টিপে ধরেছিল মোর—
বহু কষ্টে এসেছি ছাড়ায়ে!
(বন্যার কণ্ঠ লগ্ন হইল)

বোরো… উঃ উঃ মেরেছে, মেরেছে, মা!
(পড়িয়া গেল)

কাজলা… মা, মা, মাগো—(পতন)

বন্যা… একি সর্ব্বনাশ! কে সেই বালক?
ভেঙ্গে দিল মোর ক্ষুদ্র খেলা ঘর খানি
যেন এক মূর্ত্তিমান মড়কের মত!

জননী হইয়া আমি সহিব কেমনে ?

(হিজলের প্রবেশ)

হিজল··· বন্যা ! ডাকিয়াছ মোরে ?

বন্যা··· না, না, ডাকি নাই তোমা—
অন্য কোন প্রয়োজন দেখিনা তো কিছু ?
কিন্তু যদি আসিয়াছ স্বেচ্ছায় আপনি—
হিজল ! হিজল !
দেখ দেখি কে সেই বালক ?
একে একে ভেঙে দিল হৃদয়-পঞ্জর—
উন্মাদ মাতৃত্ব মম—রমণীর তীব্র আকিঞ্চন
—শান্ত ছিল বক্ষে মোর—যা'দের পরশে !

হিজল··· ডাক নাই মোরে ? আসিয়াছি আমি—
দীন ভিক্ষুকের মত পায়ে ধরি'
চাহিতে মার্জ্জনা ! গর্ব্বিতা রমণী !
শোন এই বালকের পরিচয়।
আমারি সৃজন—আমি শিল্পী—
এ অপূর্ব্ব বীরত্ব সৃষ্টির !
শুনেছ কি সুন্দরের নাম ?
জগতের পুঞ্জীভূত হিংসা স্তূপাকার !
আমি তা'তে স্ফুলিঙ্গ সমান—

জ্বালায়েছি প্রচণ্ড আগুন—ঘৃতাহুতি—
রমণীর অভিমান! সতীত্ব-গৌরব!
কি আনন্দ! কি আনন্দ!
অহিংসরমণী সেই সতী হৈমন্তিকী—
গর্ভে তার জারজ-সন্তান!
এ অপূর্ব্ব সংঘটন কৃতিত্ব আমার!
বন্ধ্যা! কোথা আজি রমণীর অহঙ্কার?

(হৈমন্তীর প্রবেশ)

হৈমন্তী··· রমণীর অহঙ্কার রবে চিরদিন।
সতীত্বের উন্নত মস্তক—চিরদিন মুগ্ধনেত্রে—
দেখিবে জগত। হিজল!
তোমারি কৃতিত্ব তুমি কর উপভোগ।
যাও বৎস! সম্মুখে তোমার—
দাঁড়ায়ে হাসিছে ওই দুরন্ত পিশাচ!
চক্ষু দুটি উপাড়িয়া তার,
এনে দিতে পার যদি কভু—
ফিরে এস জননীর কোলে।

(উদ্যত ছুরিকা হাতে কচুরী হিজলকে আক্রমণ করিল)

হিজল ·· (হাত ধরিয়া) বালক, বালক!
মেরনা আমারে।

ওঃ এত শক্তি ! আর বুঝি পারি না—
রাখিতে এ হাত দুটি ধ'রে—বন্যা ! বন্যা !

(বন্যা কচুরীর হাত ধরিল, হিজল ছুটিয়া পালাইল)

কচুরী··· কেন তুই বাধা দিলি মোরে ?
পথ ছাড়—মাতৃ-আজ্ঞা করিব পালন ।

বন্যা··· (বক্ষ পাতিয়া) দুর্জ্জয় বালক !
আমারে বধিয়া যেতে হবে ! হৈমন্তী !
এতদিনে বুঝিয়াছি,
রমণীর অভিমান—সতীত্ব-গৌরব—
পুরুষের অনুগ্রহ—ভিক্ষালব্ধ ধন !
রমণী-স্বাতন্ত্র্য—শুধু লাঞ্ছনা সহিতে ।
কলঙ্কিনী তুমি—নির্লজ্জ রমণী !
পারনি উলঙ্গ-বুকে আমারি মতন—
মৃত্যু আলিঙ্গনে দুটি বাহু প্রসারিয়া,
এই ভাবে রমণীর সম্মান বাঁচাতে ?
স্তন্যদানে পালিতেছ জারজ-সন্তান—
মাতৃত্বের অপমান—ধিক তোমা !

কচুরী··· মা ! মারি ?—

হৈমন্তী··· (বাধা দিয়া) না । বন্যা !
ভগিনী আমার !

মৃত্যু বড় অবিশ্বাসী ভৃত্য অবলার।
একমাত্র মৃত্যু-পাহারায়—
অমূল্য সতীত্ব-ধন সঁপিয়া রাখিলে,
চুরি করে নিয়ে যাবে জারজ-সন্তানে!
রমণী-স্বাতন্ত্র্য যদি চাহ রাখিবারে—
চাই বল! দৃঢ় মাংস-পেশী!
চাই কূট বুদ্ধির কৌশল! সর্ব্বোপরি—
ঘোর অবিশ্বাস পুরুষের প্রতি পাদ-ক্ষেপে।
রমণী সমুদ্র-বেলা! পুরুষ তরঙ্গ!
আঘাতে আঘাতে,
ভেঙ্গে যাবে রমণীর দেহের বাঁধন।
পাষাণে বাঁধিতে যদি পার বক্ষদেশ!
পার যদি দিতে স্থির, দৃঢ় প্রতিঘাত—
শান্ত হবে—পুরুষের পরুষ-প্রবৃত্তি!
শারীরিক দুর্ব্বলতা রমণী-সমাজে—
বাড়ায়েছে পুরুষের নীচতা-হীনতা!

বন্ধ্যা··· কিন্তু, তুমি—বড় লজ্জাহীনা!
বক্ষে ধরি জারজ-সন্তান—
রমণীর অসম্মান! অকীর্ত্তি-লাঞ্ছনা!
ঘুরিতেছ অনাবৃত মুখে?

দুর্ব্বিনীত অত্যাচারী হিংস্র এ শিশু
হত্যা করিতেছে তব দুর্ব্বল সন্তানে,
হাসি-মুখে দেখিছ দাঁড়ায়ে ?

হৈমন্তী··· দুর্ব্বলের বাঁচিবার নাহি অধিকার ;
কেন তারা সকলে মিলিয়া—
মারিতে পারে না গলাটিপে,
দুষ্ট এই অত্যাচারী সন্তানে আমার ?
বন্যা ! জান নাকি তুমি ?
—কত ভালবাসি আমি মানব-জাতিরে !
ধান্যের জননী আমি মানব-জননী !
কিন্তু দেখ, মানব-সমাজ—
হেসে খেলে নৃত্য করে আপনার মনে।
রক্ষাকরা ধান্যশিশুগণে,
কর্ত্তব্য কি নহে তাহাদের ?
কিন্তু তারা দেখিছে দাঁড়ায়ে—
কচুরীর অত্যাচার, নিরুদ্বিগ্ন মনে !
ফলভোগ করিবে অচিরে।
নিরন্নের হাহাকার,
ক্ষুধার যাতনা,
অতিষ্ঠ করিয়া যবে তুলিবে মানবে—

অহিংসা

সেই দিন বুঝিবে মানব—
কি নিকট আত্মীয়তা পাদপে মানবে।

যবনিকা